শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

সচিত্র

দার্জ্জিলিং এর পার্ব্বত্যজাতি

বা

নেপালী-পাহাড়িয়া, লেপ্‌চা, তিব্বতীয় ও ভুটীয়া

জাতির অত্যাশ্চর্য্য জনক

সামাজিক কাহিনী।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

এম্-ডি (হোমিও), বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবিনোদ,

মেম্বার বারেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটী, রাজসাহী

প্রণীত।

মূল্য—পাঁচ সিকা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে

প্রকাশিত।

শ্রীসরস্বতী প্রেস,

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

কুহেলিকাময় সংসারের শত ঝঞ্ঝাবিপদের মাঝে যাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাকে কর্ত্তব্যপথে অবিচলিত রাখিয়াছে, **সেই ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিকল্প পিতা, স্বর্গীয় উমেশ** চন্দ্র **দেবশর্ম্মণের** পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে এই ভক্তিঅশ্রু-সিঞ্চিত ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর অঞ্জলি অর্পিত হইল। ইতি—

দম্‌দম্ গোরাবাজার
২৪ পরগণা।
৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩

অকৃতী অধম সন্তান
"**নলিনীকান্ত**"

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রকৃতি রাণীর সৌন্দর্য্যরাজ্য দার্জ্জিলিং যেরূপ নয়ন-মন-মুগ্ধকর, প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত দার্জ্জিলিংবাসী পার্ব্বত্য জাতির সামাজিক চিত্রও তদ্রূপ চিত্তমন তৃপ্তি কর।

সৌভাগ্য ক্রমে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে দার্জ্জিলিং অবস্থান-কালীন বিভিন্ন জাতীয় পার্ব্বত্যজাতিগণের অভিনব জীবন-যাপন প্রণালী ও অত্যাশ্চর্য্যজনক সামাজিক রীতিনীতিগুলি প্রত্যক্ষদর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, এবং তৎসম্বন্ধে যমুনা, পরিচারিকা, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকাতে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিং দর্শনের সুযোগ ঘটিলেও অনেকের ভাগ্যেই নানা অসুবিধা প্রযুক্ত অকলুষিত পল্লীজীবনের নিখুত চিত্র সন্দর্শন করিবার উপযুক্ত অবসর জোটে না, তাই কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর আন্তরিক অনুরোধে ঐ লেখাগুলির যথাসম্ভব সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এবং তৎসহ আরও কতকগুলি নূতন লেখাও দার্জ্জিলিংবাসী বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ ও তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতির পরিচায়ক কতকগুলি সুন্দর চিত্তাকর্ষক ছবি সন্নিবেশিত করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

পার্ব্বত্যজাতিগণের সামাজিক তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করিতে বিশেষ শ্রম, নানারূপ অসুবিধা ও যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন ভোগ

করিতে হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণ বশতঃ অপর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণগুলি, স্বয়ং সত্যাসত্য-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতি-গঠিত পার্ব্বত্যসমাজের সঠিক বিবরণ, শিক্ষিত নেপালী-পাহাড়িয়া, তিব্বতীয়, লেপ্‌চা, ভুটীয়াগণও প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, সুতরাং ভিন্ন দেশবাসী ভাষা-নভিজ্ঞ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে এ কার্য্য যে কতদূর কষ্টসাধ্য ও সুকঠিন তাহা পাঠক মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। ইংরাজীতে একটি চলিত কথা আছে যে "usage whether social or religious is a Proteus whom it is less easy to seize" সুতরাং আশা করি ইহা বিবেচনায় সহৃদয় পাঠকগণ নিজ গুণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের ভ্রম প্রমাদ ও দোষক্রটী সকল ক্ষমা করিয়া তদ্বিষয়ে লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইবেন।

দার্জ্জিলিংবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিমানর্‌বোশৃং লামা ও সুহৃদ্বর মিঃ এঃ জেঃ রঙ্গুং লেখককে ভোট ও লেপ্‌চা জাতির সামাজতত্ব সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। দার্জ্জিলিংএর ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত এস্ সিং ও সরোজ ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী সোদর প্রতিম শ্রীযুক্ত সরোজ কান্ত মজুমদার অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের উপযোগী ছবি সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং অশেষ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় "মানসী ও মর্ম্ম-বাণী" সম্পাদক মহাশয়, কৃপা পূর্ব্বক, উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রস্তুত ব্লক্‌গুলি এই পুস্তকের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে দিয়া লেখককে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠক-গণের কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইলে সকল শ্রম ও কষ্ট সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি-১লা শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল।

"উমেশ-ভবন"
পোঃ রাজসাহী

বিনীত—
শ্রীনলিনীকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।

সূচীপত্র

চিত্র সূচী।

"নাংগর জাতীয়া নেপালী যুবতী"

(জনৈক বন্ধুর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্যজাতি।

নেপালী পাহাড়িয়া।

দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্য অধিবাসিগণকে সাধারণতঃ নেপালী পাহাড়িয়া, লেপ্‌চা, ভুটীয়া ও তিব্বতীয় এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

নেপালী পাহাড়িয়াগণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, ছৈত্রী, ঠাকুর, মংগর, গুরুং, খাস, সুনুয়ার, নেওয়ার, লিম্বু, রাই, মুর্ম্মী ও নিম্ন শ্রেণীভুক্ত কামী, সড়্‌কী প্রভৃতি বহু শ্রেণী-বিভাগ দৃষ্ট হয়।

রিস্‌লে প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নেপালী পাহাড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগুলিকে লেপ্‌চা ভূটীয়াগণের ন্যায় মংগোলীয় বংশসম্ভূত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

উল্লিখিত জাতিগুলির ভাষা, সামাজিক আচার ব্যবহার ও স্ত্রী পুরুষের শারীরিক গঠন ও মুখাকৃতি প্রভৃতি বিশেষরূপ পরীক্ষার দ্বারা Mr. Brian Hodgson প্রমুখ বহু পাশ্চত্য

Note—Mr. Brian Hodgson তৎপ্রণীত Essays of the language of the Nepal Etc. নামক পুস্তকে নেপালের আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

That the Sub-Himalayan races are all closely affiliated, and are one and all of northern origin, are

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত 'মিঃ রিসলের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপালী পাহাড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রত্যেক জাতিরই আপনাপন পৃথক ভাষা আছে, কিন্তু নেপালী পাহাড়ী ভাষাই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত।

---

facts long ago indicated by me, and which seem to result from sufficient evidence from the comparative vocabularies I have furnished.

* * *

Within The modern Kingdom of Nepal there are thirteen distinct and strongly marked dialects spoken, Viz, the Khas, Magar, Gurung, Sunwar, Kachari, Haiyun, Chepang, Kasundo, Murmi, Newari, Kiranti, Limbuan, Lepchan. With the exception of the first of these, all are of Trans-Himalayan stock and are closely affiliated. They are all extremely rude, owing to the people who speak them having crossed the snows before learning dawned upon Tibet.

* * * *

That physiognomy exhibits, generally and normally the Scythic or Mongolian type of human kind, but the type is often much softened and modified, and even frequently passes into a near approach to the full Caucasian dignity of head and face.

সংস্কৃত ও হিন্দীর সহিত নেপালী পাহাড়ী ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, এবং পাহাড়িয়াগণের (নেপালীদিগের) সামাজিক আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানগুলি অনেকাংশে হিন্দুর অনুরূপ। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে অতি প্রাচীন যুগে নেপালে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব ছিল এবং দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ও বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণাদি কালে অনেক হিন্দু ও রাজপুত আপনাপন ধর্ম্ম ও মান সম্মান রক্ষার্থ সমতলদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত মালা পরিবেষ্টিত নেপালের আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন; সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্রমবর্দ্ধনশীল হিন্দু ঔপনিবেশিক-গণের সহিত একত্রাবস্থান ও সংমিশ্রণ হেতু নেপালী ভাষার অনেক সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার শব্দ-সমষ্টিতে পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং দেশবাসিগণ ন্যুনাধিক পরিমাণে হিন্দু সভ্যতা ও রীতি নীতি অনুকরণ করিয়াছে।

নেপালের উত্তরাংশবাসী জাতিসমূহ, প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ দক্ষিণাংশবাসিগণের ন্যায় তত অধিক পরিমাণে হিন্দুগণের সহিত সংমিশ্রিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া ইহাদিগের সহিত হিন্দু অপেক্ষা মংগোলীয় জাতিরই অধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। লিম্বু, রাই প্রভৃতি জাতির শারীরিক গঠন ও আচার ব্যবহারাদি বিশেষ রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

(ক) খাস ছৈত্রী—

প্রাচীন পুরাবৃত্ত ইতিহাসাদিতে নেপাল উপত্যকা ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী দেশ 'খাস' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নেপালবাসী 'খাস' গণ সেই 'খাসিয়া' নামে পরিচিত খাস দেশবাসিগণের বংশধর অথবা কোন স্বতন্ত্র জাতি বিশেষ, তাহা সঠিক নিরূপণ করিয়া বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ও পার্ব্বত্য সুন্দরীদিগের একত্র সংমিশ্রণের ফলে যে মিশ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারাই 'খাস' নামে অভিহিত হইয়াছে।

'খাস' শব্দ সম্ভবতঃ পাহাড়িয়া 'খসনু' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'খসনু' শব্দে পতন বা মৃত্যু হওয়া বুঝায় সুতরাং অনুমান হয় যে, যে সকল পার্ব্বত্য স্ত্রীপুরুষ সমতল প্রদেশাগত মার্জ্জিতরুচি * বৈদেশিকগণের রূপ গুণের মোহাকর্ষণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহারাই অবজ্ঞাভরে এ নূতন সৃষ্ট মিশ্র জাতিটিকে 'খাস' বা পতিত আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

হিন্দু ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণ, কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ কর্ত্তব্যবোধে অথবা প্রণয়িনীদিগের মনস্তুষ্টি সাধন মানসে এই সকল 'খাস' নামে পরিচিত সন্তান সন্ততিগণকে, ও হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত পার্ব্বত্য বীরগণকে 'জনই' বা উপবীত গ্রহণের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

* সমতল প্রদেশাগত হিন্দু, রাজপুত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি।

ব্রাহ্মণ ঔরসে 'খাস' রমণী বা অপর কোন হীন জাতীয়া পার্ব্বত্য রমণীর গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কেবল মাত্র 'ক্ষত্রিয়' পদবী গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত একই জাতির অন্তর্ভুক্ত কতক গুলিকে উপনীত ও কতকগুলিকে অনুপবীত দেখা যায়। মিঃ ব্রায়ান হডসন্ 'খাস্' জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"But the Brahmins had sensual passions to gratify as well as ambition. They found the native females even of the most disitinguished—nothing loth, but still of a temper, like that of the males, prompt to resent indignities.

These females would indeed welcome the polished Brahmins to their embraces, but the offspring must not be stigmatized as the infamous progeny of a Brahmin and a Mlechha. To this progeny also, then the Brahmins, in still greater defiance of their creed, communicated the rank of the second order of Hinduism ; and from these two roots (converts and illegitimate progeny), mainly, spring the now numerous, predominant, and extensively

ramified tribe of Khas, originally the name of a small clan of creedless barbarians now the proud title of 'Kshatriya' or military order of the kingdom of Nepal. The offspring of the original Khas females and of Brahmins, with the honours and rank of the second order of Hinduism, got patronymic titles of the first order and hence the key to the anomalous nomenclature of so many stripes of the military tribes of Nepal, is to be sought in the nomenclature of the second order."

বাস্তবিক পক্ষে ছেত্রী নামে পরিচিত কোন জাতির অস্তিত্ব নেপালে কোন সময়ে ছিল না, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় যে স্যার জং বাহাদুরের বিলাত হইতে নেপাল প্রত্যাবর্ত্তনাবধি 'খাসগণ' আপনাদিগকে ছেত্রী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে।

(খ) গুর্খা জাতির বিবরণঃ—

ত্রিশূলগঙ্গা ও শ্বেতীগণ্ডকী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে গুর্খাদেশ বলে এবং তদ্দেশবাসী ঠাকুর খাস, মংগর, গুরুং প্রভৃতি জাতিগণ আপানাদিগকে 'গুর্খালি' বলিয়া পরিচয়

প্রদান করে, বাস্তবিকপক্ষে 'গুর্খা' নামে কোনও জাতির অস্তিত্ব নাই।*

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণাদিদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে গুর্খালিগণের মস্তক ও মুখমণ্ডল (বিশেষতঃ গণ্ডাস্থিদ্বয়ের মধ্য প্রদেশ) বিশেষ চওড়া, ললাট প্রশস্ত ও ঊর্দ্ধদিকে সঙ্কীর্ণমান্, মুখগহ্বর বৃহৎ, নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত অথচ মূলদেশে অতি খর্ব্ব, চক্ষু দুটী যেন তির্য্যগ্‌ভাবে সন্নিবেশিত, আকৃতি খর্ব্ব, দেহ সুদৃঢ়, মাংসল ও পেশল।

দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যাবনতিবশতঃই হউক অথবা রক্ত সংমিশ্রণবশতঃই হউক বর্ত্তমানে গুর্খাগণের শারীরিক আকৃতি ও মুখাবয়বের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তথাপিও এখনও ইহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, তেজ পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাই সুখের বিষয়।

ইহারা সহজে কোপনশীল এবং কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে আততায়ী বা অবমাননাকারীর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ বোধ করে না। ইহারা সাধারণতঃ সরল, অমায়িক, বিশ্বাসী এবং আদৌ মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত নহে।

---

* নেপালের অন্তঃপাতী কোন এক পর্ব্বতগুহায় গোরক্ষনাথ নামে এক মুনি তপস্যা করিতেন, তাঁহারই নাম হইতে 'গুর্খা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ স্থলে গোরক্ষনাথের মন্দির অবস্থিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমানে সমতল প্রদেশ-বাসিগণের সহিত একত্রাবস্থান ও মিলামিশার ফলে ইহাদিগের সরল অন্তঃকরণেও ক্রূরতা প্রবেশ করিতেছে।

গুর্খা পুরুষেরা যোধপুরী ধরণের ঢিলা পায়জামা, কুর্ত্তা ও গোলটুপী এবং স্ত্রী লোকেরা কাপড়, সায়া (পেটিকোট) জামা, উড়াণি (মস্তকাচ্ছাদন বস্ত্র) প্রভৃতি 'পাঁচ কাপড়া' ব্যবহার করে। নেপালে দেশবাসিগণ স্বদেশ জাত সূত্রে প্রস্তুত বস্ত্রাদি পরিধান করে, কিন্তু দার্জ্জিলিংবাসী নেপালী পাহাড়িয়াগণ এ বিষয়ে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানিয়া চলে না। * স্ত্রী পুরুষ সকলেই বহুকাল পর্য্যন্ত একই পরিচ্ছদ অধৌত অবস্থায় দেহে ধারণ করে এবং এনিমিত্ত ইহাদিগের দেহ হইতে এক প্রকার ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ বহির্গত হয় ও পরিধেয় বস্ত্রাদিতে শূয়াপোকা জন্মে।

স্ত্রীলোকেরা ইতর ভদ্র সকলেই অল্প বিস্তর স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করে এবং পুরুষমাত্রেই কটিদেশে 'খুকরী' বহন করে।

দেশে শৈত্যাধিক্যবশতঃ ইহারা স্নান করিতে আদৌ অভ্যস্ত নহে। স্ত্রীলোকেরা দিনের মধ্যে বহুবার হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করে এবং সপ্তাহে বা পক্ষান্তে একদিন বক্ষের উপর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া ঐ

* আশিক্ষিত, বৈদেশিক হাবভাবে অননুপ্রাণিত স্ত্রী পুরুষ, যাহাদিগের দ্বারা প্রকৃত সমাজ গঠিত তাহাদিগের কথা লিখিত হইতেছে মাত্র।

বড়দিন উৎসবে "চোঙ্গ" পানরত ভুটিয়া প্রধানগণ

মানে হস্তে উপবিষ্ট লামার উভয় পার্শ্বে বসিয়া ভুটিয়া প্রধানগণ উৎসব উপলক্ষে "চোঙ্গ" নামক মদ্যপান করিতেছেন।

(শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

অংশ মাত্র ধৌত করে। পুরুষ দিগকেও মাঝে মাঝে ঐরূপ ভাবে আংশিক স্নান করিতে দেখা যায়।

নেপালী পাহাড়িয়া মাত্রেই আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ধূমপান করে এবং কাহারও নিকট হইতে একটী চুরুট উপহার প্রাপ্ত হইলে বিশেষ খুসী হয়।

মদ্য ইহাদিগের অতি প্রিয় সামগ্রী। সামাজিক নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ ছেত্রী ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ নহে। 'মারুয়া' বা 'কোদো' নামক এক প্রকার কৃষিজাত সর্ষপাকৃতি দ্রব্য হইতে তরল সুরাসার প্রস্তুত করিয়া ইহারা পানীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে। পাহাড়িয়া ভাষায় ইহাকে "জার মদ্য" বলে।

দেশে অত্যধিক শৈত্য বলিয়া ইহারা দিনের মধ্যে বহুবার চা পান করে, এবং এমন কি সময়মত চা পানকরিতে পাইলে সমস্তদিন অনাহারে থাকিলেও বিশেষ ক্লেশানুভব করে না। গৃহে কোন অতিথি আগমন করিলে ইহারা চা দ্বারা অতিথির সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকে।

নেপালী পাহাড়িয়া মাত্রেই 'নামলো' সাহায্যে পৃষ্ঠে করিয়া ভার বহন করে। আমাদের দেশে সন্তানবতী স্ত্রীলোকেরা কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া যায় কিন্তু এদেশে পার্ব্বত্য রমণীগণ শিশুটিকে বংশ নির্ম্মিত 'কোঁকরোর' মধ্যে স্থাপন করিয়া 'নামলো' সাহায্যে পৃষ্ঠদেশে বহন করে।

ক্রীড়ারত অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ যখন শিশু ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, তখন দেখিতে অতি সুন্দর দেখায়।

ইহারা অতি কর্ম্মঠ এবং আদৌ পরিশ্রম বিমুখ নহে। বঙ্গদেশের সাধারণ লোকের মত ইহারা কুলীগিরিকে হীন-কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না এবং আবশ্যক বোধে ব্রাহ্মণ, ছৈত্রী জাতীয় স্ত্রী পুরুষগণও রাস্তায় মাটি টানা ও পাথর ভাঙ্গার কাজ করিতে কোনরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে যাহার অঙ্গে বহু স্বর্ণালঙ্কার আছে, সেও আবশ্যকবোধে অম্লান বদনে কুলীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিজে উপার্জ্জনক্ষম থাকিতে অলস ভাবে বসিয়া স্বামীর অন্নধ্বংস করিতে যথার্থই ঘৃণা বোধ করে। নিতান্ত রুগ্ন ও অক্ষম ব্যতীত কাহাকেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে দেখা যায় না।

পার্ব্বত্য স্ত্রীপুরুষের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে নানাকথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অকলুষিত পল্লীজীবনের পবিত্র ছবি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন না করিলে স্বভাব সরলা পার্ব্বত্য সুন্দরীদিগের নিষ্পাপ চরিত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বৈদেশিক হাবভাবে অননুপ্রাণিত অশিক্ষিত দীন পল্লীবাসীর পর্ণকুটীরে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সেখানেও নারী, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী,

ও শুশ্রূষারূপিনী কন্যা * রূপে সদাসর্ব্বদা শান্তিধারা বিকীরণ করিতেছে।

গুর্খালিগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাহার মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ করা হইয়া থাকে। গুরুংগণের মধ্যে সমাধি প্রদান প্রথাও প্রচলিত আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

মৃতের নিকটাত্মীয়গণ ত্রয়োদশ দিবস 'জুঠাবাড়েন' অর্থাৎ আমিষ, তৈল, লবণ, কাল ডাল, মৎস্য প্রভৃতি বর্জ্জন পূর্ব্বক অশৌচ পালন করেন, এবং অশৌচান্তে কেশ, শ্মশ্রু, ভ্রূ, গোঁপ প্রভৃতি মুণ্ডন করিয়া থাকেন।

গুর্খালিগণ, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলে একত্র পানাহার করে, কিন্তু বিবাহিত হইলেই তাহারা স্বজাতীয়গণের সহিতও এক পাত্রে ডাল ভাত ভোজন করে না। নেপালী ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে 'জৈসী' নামে পরিচিত একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ইহারা কাশীধামের 'কেশেল' ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বিধবার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া সমাজে অতি হীন আসন অধিকার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হইলেও ইহাদের কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন গুর্খালিগণ কখনও গ্রহণ করে না।

---

* কন্যা—যোষিৎ—শুশ্রূষাকারিণী

পর্ব্ব ও উৎসব

দশাই (বিজয়া দশমী), দেওয়ালী (দীপান্বিতা শ্যামা-পূজা), ভাইফোঁটা প্রভৃতি নেপালী পাহাড়িয়াগণের প্রধান প্রধান পর্ব্বদিন।

এই সকল দিনে ব্রাহ্মণ ছৈত্রীগণ ব্যতীত, অপরাপর * জাতিগণ, স্ত্রীপুরুষে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া মহোৎসবে পর্ব্বোদ্‌যাপন করে।

দেওয়ালী রাত্রে পার্ব্বত্য পল্লীর প্রতি কুটীর আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়া উঠে এবং প্রজ্বলিত দীপশিখার উজ্জ্বল আলোকে অমানিশার ঘনান্ধকার দূরীভূত হইয়া পাহাড়গুলি দূর হইতে আলোকমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। † মদ্যপানোন্মত্ত পুরুষগণ, উৎসবের আনন্দে অধীর হইয়া মহা-নর্থকারিণী দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় এবং পল্লীবাসিনী পার্ব্বত্য সুন্দরীসকল নবসাজে সজ্জিত হইয়া 'ধেউসীরে ভইলো' শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিয়া দলে দলে 'ধেউসী' খেলিতে বহির্গত হয়।

* ছৈত্রীগণের মধ্যে পান দোষ দেখা যায়।

† দেওয়ালী রাত্রে দার্জ্জিলিং সহরটি অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হয়। দার্জ্জিলিংএর সে রাত্রির দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যিনি একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন তাহা কি সুন্দর, কি অপরূপ!

গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া তাহারা নাচিয়া নাচিয়া

"গাই তেহার, আঁউসিবার ভইলো,
হামি তে সৈ আ'কো হইনা,
রাজালে হুকুম দিয়ে কো
বরষ দিনমা আ'য়ো খেলন্নু হাসন্নু।

বাবুলে দিয়েকো গুণীয়া চুলীয়া, ফাটির গ'য়ো,
আফুকো ঘরমা দিয়ের দেখি, কাপড়া হে লাওনে থে॥"

ইত্যাদি

গান শুনাইয়া 'ধেউসীর' বকসিস্ আদায় করে এবং সমস্ত রাত্রি এই রূপভাবে নৃত্য গীতাদি দ্বারা জাগরণে কাটাইয়া দেয়।

পার্ব্বত্য রমণীদিগের সংস্কার যে 'ধেউসী' রাত্রে কাহারও কোন অশুভ বা অপ্রিয় সংঘটিত হইলে তাহার সংবৎসরের ফল অশুভ হয় এবং বৎসরের মধ্যে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

বিবাহ

পুত্র কন্যার বয়ঃক্রম সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই গুর্খালিগণ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহাদিগের বিবাহের "লগ্ন" নির্ণয় করে, এবং ষোড়শ কি অষ্টাদশ যে বর্ষে 'লগ্ন' ধার্য্য হয় তাহার দু'তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বরপক্ষ পাত্রী অন্বেষণে বহির্গত হন্।

পাত্রীর সন্ধান মিলিলে 'মাংগনির' নিদর্শন স্বরূপ (১) দধি ও শুপারী বা (২) দধি ও জার মত্ত প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পাত্রের কোন নিকটাত্মীয় কন্যার পিতার নিকট সমাগত হইয়া পাত্রী প্রার্থনা করেন।

প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করা সম্বন্ধে সমস্তই কন্যার পিতা বা তৎস্থলাভিষিক্ত অভিভাবকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; তবে ঘর, বর প্রভৃতি কন্যা পক্ষের মনোমত হইলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনে কোনরূপ আপত্তির কারণ থাকে না। পাত্রী মূল্য স্বরূপ প্রাপ্য পণের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইলে কন্যার পিতা বা তৎস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন, এবং দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া উভয় পক্ষের সুবিধাজনক দিনে বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া থাকেন। নির্দ্ধারিত দিনে বর, নিজ গৃহে ব্রাহ্মণ দ্বারা হোমানুষ্ঠানপূর্ব্বক সদলবলে

(১) ব্রাহ্মণ, ছৈত্রী পক্ষে (২) গুর্খালি পক্ষে

যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাত্রীর বাটীতে আসিয়া উপনীত হন্।

পার্ব্বত্য প্রদেশের চড়াই, উৎরাই পথে পাল্কী প্রভৃতি যানের সুবিধা না থাকা বশতঃ এবং ডাণ্ডী, রিক্সা প্রভৃতি বহু ব্যয় সাধ্য বলিয়া সাধারণতঃ একখণ্ড বংশ দণ্ডের সহিত বস্ত্র দ্বারা 'বাঁদর ঝুলান' করিয়া বরকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ঝোলার মধ্যে বর বেচারী নিতান্ত শুদ্ধ শান্ত বালকের মত উর্দ্ধ মুখে হস্তপদ বিস্তার করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অন্য অবস্থায় কেহ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে স্বীকৃত হয় কিনা সন্দেহ!

বর-যাত্রিগণ সহ বর বিবাহ বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলে প্রাচীন লাজ বর্ষণের অনুরূপ অভ্যর্থনা সূচক দধি ও তণ্ডুল বর্ষণ দ্বারা কন্যা পক্ষীয়গণ তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। তৎপরে বর ও বরপক্ষীয়গণের ভোজন সমাধা হইলে কন্যার পিতা বা তৎস্থলাভিষিক্ত অভিভাবক বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বাগ্দানের নিদর্শন স্বরূপ একটী অঙ্গুরীয়ক তাঁহার হস্তাঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে থাকেন "এই কন্যাকে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম এবং অদ্যাবধি সে তোমার হইল। যদি কখন তাহার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় তাহা হইলে তুমি স্বচ্ছন্দে তাহাকে মৃৎকলসীর মত টুক্রা টুক্রা করিয়া ফেলিও।"

বাগ্দানই নেপালীদিগের মতে প্রকৃত বিবাহ। বাগ্দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে কন্যার পিতা ও তদ্‌পক্ষীয় আত্মীয়-গণ একে একে দুগ্ধ দ্বারা বরের পদ প্রক্ষালন করিয়া দেন এবং দান স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত অর্থ একটি জলপূর্ণ তাম্র পাত্র মধ্যে নিক্ষেপ করেন। পাত্র মধ্যে সঞ্চিত অর্থ বরের পিতার প্রাপ্য বলিয়া পরে তিনি উহা গ্রহণ করেন।

বিবাহের সঠিক সময় নিরূপণ জন্য পূর্ব্ব হইতেই সূক্ষ্ম-ছিদ্র বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র তাম্র পাত্র একটি জলপূর্ণ বৃহৎ তাম্র পাত্র মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়, যখন ছিদ্রপথে বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র পাত্রটি জল পূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায় তখন বিবাহের সঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ ও বিবাহ সম্বন্ধীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হন্। পাহাড়িয়াগণ ইহাকে ‘পোলা’ বা সময় নিরূপক যন্ত্র কহে।

পাহাড়িয়াগণ, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে মানিয়া চলে এবং কোন ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান অথবা কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা শুভ মুহূর্ত্ত নিরূপণ পূর্ব্বক কার্য্যে ব্রতী হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কিরূপে সময় নিরূপণ ও লগ্ন নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন, কারণ এ দেশে নক্ষত্র বিদ্যা বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনরূপ চর্চ্চা আছে বলিয়া জানা যায়

না—অনুমান হয় যে, আমাদিগের দেশে যেমন অনেকস্থলে কুলগুরু, কুলপুরোহিতাদির দোহাই দিয়া অনেক নিরক্ষর গুরু পুরোহিত পুত্র শিষ্য যজমান রক্ষা করিয়া এখনও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন, নেপালী-পাহাড়িয়া সমাজেও ব্রাহ্মণগণ ঠিক ঐরূপ ভাবেই হয়ত আপনাদিগের পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বিবাহকালে শ্বেত-বস্ত্র পরিহিত বর উড়াণি দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট থাকেন এবং অন্তঃপুর হইতে লালবর্ণের তিন প্রস্থ পোষাকে * সজ্জিতা কন্যাকে বহন করিয়া আনিয়া তৎপার্শ্বে স্থাপন করা হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশের চলিত প্রথানুসারে ইহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বরপক্ষের, পাত্রী সুন্দরী কি কুৎসিত, অন্ধ কি খঞ্জ তাহা দেখিবার অধিকার থাকেনা, তবে এদেশে স্ত্রী অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকা বশতঃ বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে গোপনে পাত্রী দর্শনের সুযোগাভাব ঘটে না।

বর, শুদ্ধ শান্তভাবে নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া হোমাগ্নির চতুষ্পার্শ্বে আসীন মন্ত্রপাঠরত ব্রাহ্মণগণের কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। পাহাড়িয়া সমাজের-রীতি অনুসারে বরকনেকে কোন মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না। কন্যা পক্ষীয়গণের কন্যার সীমন্তে সিঁন্দুর প্রদান

* তিন প্রস্থ পোষাক পরিধান করার তাৎপর্য্য কি তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

দর্শন নিষেধ বলিয়া তাঁহারা সিঁন্দুর দান কালে বিবাহ স্থল-পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করেন।

হিন্দু বিবাহের ন্যায় ইহাদিগের বিবাহেও অঞ্চল বন্ধন অগ্নি-প্রদক্ষিণ এবং সর্ব্বশেষে পুরোহিত বিদায়ের সে ভীষণ ব্যাপার সমস্তই বর্ত্তমান আছে।

বঙ্গদেশে বর যাত্রিগণের অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনার নিমিত্ত কন্যাকর্ত্তাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় কারণ তাঁহারা অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় মহা গণ্ড-গোলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু পার্ব্বত্য সমাজে বর-পক্ষকেই বরাবর অতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করিতে দেখা যায় এবং কন্যার পিতাকে বিবাহ সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের জন্য বিন্দুমাত্রও ভাবিত হইতে হয় না।

পার্ব্বত্য প্রদেশের চলিত প্রথানুসারে, বরপক্ষকেই পাত্রী অনুসন্ধানে বহির্গত হইতে হয় এবং কন্যার পিতাকে, বঙ্গের হতভাগ্য (কন্যার) পিতার ন্যায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাত্রানু সন্ধানে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতে হয় না বলিয়াই বোধ হয় পার্ব্বত্য ও সমতল দেশবাসী বরপক্ষগণের সৌজন্যে এত পার্থক্য!

নেপালী পাহাড়িয়া সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন নাই, কিন্তু অনেক বিধবা রমণীকে একই অথবা ভিন্ন জাতীয় পুরুষের সহিত রক্ষিতারূপে অবস্থান করিতে দেখা যায়। এনিমিত্ত এদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পিতামাতার সংমিশ্রণে

উৎপন্ন বহু সন্তান সন্ততি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এরূপ মিশ্র ও অবৈধ সংমিশ্রণে উৎপন্ন বালক বালিকাগণ জারজ বলিয়া সমাজে ঘৃণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু পার্ব্বত্য সমাজ, পিতামাতার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা বা অবিমৃষ্য কারিতার ফলে নিষ্পাপ শিশু চির অভিশপ্ত জীবন যাপন করিবে ইহা ন্যায়সম্মত হইতে পারেনা বলিয়া ইহাদিগকে তাহার উদার বক্ষে স্থানদান করে।

ব্যভিচার অপরাধের নিমিত্ত নেপালে অপরাধিনী স্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং পুরুষকে ব্যভিচারিণীর স্বামীর দ্বারা প্রকাশ্য স্থলে খুকরী আঘাতে নিহত করা হইয়া থাকে। অপরাধী যদি বধোদ্যত ব্যক্তির পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া নতজানু হইয়া গমন করে, অথবা অপরাধিনী যদি স্বীকার করে যে ঐ পুরুষই তাহার একমাত্র উপপতি নহে, অথবা কেহ দয়াপরবশ হইয়া অপরাধীর জীবনের মূল্য স্বরূপ গুরু অর্থদণ্ড প্রদান করে তাহা হইলে তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু গুর্খালিগণ তুচ্ছ জীবনের নিমিত্ত লোক সমাজে হেয় হওয়াপেক্ষা আততায়ীর হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করা শ্রেয়ঃ মনে করে।

দার্জ্জিলিং জিলায় অপরাধী পুরুষ রমণীর স্বামীকে বাইট মুদ্রা অথবা বিবাহকালে ব্যয়িত অর্থের তূল্য পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া থাকে।

(৩) গান্ধর্ব্ব বিবাহ ঃ—

গুর্খাজাতীয় যুবক যুবতীগণের বিবাহ, অধিকাংশস্থলেই গান্ধর্ব্ব বিধান দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

গুর্খা যুবকগণ অনেক সময় স্বয়ং পাত্রী অন্বেষণে বহির্গত হয়, এবং হাটবাজার বা অন্য কোথাও মনোমত কোন সুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলে "পিং" * আরোহণ, মদ্যপান ও হাস্য কৌতুকাদি দ্বারা কৌশলে তাহার মন হরণ-পূর্ব্বক তাহাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করে।

গুর্খালিগণের এই চির সনাতন প্রথানুসারে নিত্য কত যুবক যুবতী প্রেমের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে। যে সকল যুবতী এরূপ অজ্ঞাত কুলশীল প্রণয়ীর প্রেমের কুহকে ভুলিয়া পিতামাতার অজ্ঞাতে গোপনে গৃহত্যাগ করে, তাহারা আমন্ত্রন বিনা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবার অধিকারে বাঞ্চিত হয় এবং শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের আর বিবাহ হইতে পারে না।

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে যুবতীরা সমবয়সিনীদিগের সহিত হাট বাজারে বেড়াইতে আসিয়া বিবাহার্থী যুবকের প্রেমছলনায় মুগ্ধ হইয়া তথা হইতেই পলায়ন করে এবং বহু-

* পিং অর্থাৎ নাগরদোলা আরোহণ পার্ব্বত্য সুন্দরীদিগের অতি প্রিয় আমোদ।

দিন পর্য্যন্ত পিতামাতা তাহাদিগের আর কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হন না।

দৈবাৎ কখন সাক্ষাৎকার ঘটিলে অথবা সন্ধান প্রাপ্ত হইলে কোন কোন কোমলপ্রাণ পিতা স্নেহপরবশ হইয়া কন্যা জামাতাকে সাদরে গৃহে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের ললাটে দধি ও তণ্ডুলের "টীকা" পরাইয়া দেন, এবং উভয়ে শির নত করিয়া তাঁহার ক্ষমাভিক্ষা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে।

মংগরগণ নিজেরা যে বংশে বিবাহ করে সে বংশের কোন যুবককে তাহারা কন্যাদান করে না, কিন্তু গুরুংগণের মধ্যে এরূপ স্থলে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনের কোনরূপ আপত্তি দেখা যায় না। কিন্তু কি মংগর, কি গুরুং ইহারা নিজেরা যে বংশের সন্তান সে বংশের কাহাকেও কখন কন্যা সম্প্রদান করেনা।

... ...

ব্রাহ্মণ, ছৈত্রী ও সুনুয়ারগণের বিবাহ পদ্ধতিও গুর্খালিগণের অনুরূপ, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ছৈত্রীগণের মধ্যে "টীকা বিবাহ" প্রচলিত নাই।

(গ) চার জাত ও শোলহাজাত গুরুং

গুরুংদিগের মধ্যে চারজাত ও শোল্‌হাজাত নামে দুইটী শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে

কোনরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনাদি চলিতে পারে না কারণ চারজাতগণ শোল্‌হাজাত অপেক্ষা আভিজাত্য ও বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠতর এবং নেপালের সামাজিক নিয়মানুসারে শোল্‌হা জাতগণ চারজাতগণকে সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য। গুরুংগণের মধ্যে "গ্যালে" শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং চারজাতগণ রাজকুমারীর গর্ভজাত বলিয়া গ্যালেগণের সমান কুলমর্য্যাদা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এক সময়ে নেপালের "ঠাকুরবংশীয়" জনৈক নৃপতি গ্যালে বংশীয়া কোন এক রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গ্যালেরাজ চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ তনয়ার পরিবর্ত্তে রূপলাবণ্যবতী জনৈকা সুন্দরী যুবতীকে তৎসকাশে প্রেরণ করেণ এবং তিনিও তাহাকে রাজকুমারী-জ্ঞানে যথারীতি বিবাহ পূর্ব্বক তদ্‌গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে দৈবক্রমে গ্যালে রাজের চাতুরী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ঠাকুররাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে অবিলম্বে "গ্যালে" রাজকুমারীকে তদ্‌হস্তে সমর্পণ না করিলে তিনি অচিরাৎ গ্যালে রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ইহাতে গ্যালে রাজ অতিমাত্র ভীত হইয়া স্বীয় দুহিতাকে অবিলম্বে তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুররাজের ঔরসে ও গ্যালে রাজকুমারীর গর্ভে যে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণ "চারজাত" নামে খ্যাত, ও দাসী-

মাতার গর্ভজাত সন্তানগণ "শোল্‌হাজত" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

... ...

নেপালে গুরুংগণের বিবাহাদি সমাজিক অনুষ্ঠানাদিতে লামাগণই পৌরহিত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যত্র ব্রাহ্মণ দ্বারাও সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ইহা হইতে বিবেচনা হয় যে ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে ইহাদিগের বিশেষ কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই।

মংগরগণের মধ্যে রণা, থাপা, ভুজেল এবং গুরুংদিগের মধ্যে তুতীয়া, প্লোনিয়া প্রভৃতি আরও বহু শাখা শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদিগের সামাজিক রীতি নীতি বা আচার ব্যবহারে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

নেওয়ার

নেপাল ও দার্জ্জিলিংএ নেওয়ার নামে এক জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আপনাদিগকে নেপাল উপত্যকার আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ, ইহাদিগকে মংগর, গুরুং, মুর্ম্মী, লিম্বু প্রভৃতির ন্যায় মংগোলীয় বংশ সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নরদেহ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নাসিকা মুলের আপেক্ষিক অবনমন ও উদ্‌গম, ও মস্তক বৃত্তের দৈর্ঘ্য অনুপাতে প্রস্থের আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্য অনুসারে (Naso-malar ও cephalic Index ধরিয়া সে সকল প্রণালী (Formula) আবিষ্কার করিয়াছেন তদনুসারে নেওয়ারগণকেও পূর্ব্বোক্ত জাতিগুলির ন্যায় একই রকমের আকার প্রকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে গুর্খালি-গণের তুলনায় নেওয়ারগণের চক্ষু দুটী ঈষৎ বৃহত্তর, এবং নাসিকা অনুন্নত হইলেও নাসিকাদণ্ডটী বেশ যেন চিহ্নিত বলিয়া মনে হয়। গুর্খালিগণের মুখাকৃতি গোল এবং চওড়া কিন্তু নেওয়ারগণের অপেক্ষাকৃত লম্বা। অধিকাংশ স্থলেই গুর্খালিগণের ভ্রূ ও চক্ষুদুটী দেখিলে মনে হয় যেন চিহ্নমাত্র

"নেওয়ার মহিলা"

(শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

পৃষ্ঠা—১৪

বিশিষ্ট অথবা অস্তিত্বহীন নাসিকাদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুটী চক্ষু তির্য্যগ্‌ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গুর্খালিগণের তুলনায় নেওয়ার স্ত্রী পুরুষকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুশ্রী বলিয়া মনে হয়। বহুকালাবধি নেপালবাসী পার্ব্বত্যজাতি-গণের সহিত সমতল প্রদেশাগত হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সংমিশ্রণ ঘটিয়া আসিতেছে তাহার ফলে সকল জাতিই আজ নিজ নিজ আকৃতি প্রকৃতি হারাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি পরস্পর বিসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নরদেহ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত প্রণালীগুলি যে সকল স্থানে সঠিক ফলদায়ক হইয়া থাকে তাহা বলা সুকঠিন।

কিন্তু যাহা হউক, নেওয়ার ও মংগোলীয় জাতিগণের আচার ব্যবহারে কতকগুলি এরূপ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় এবং নেওয়ারী ভাষায় এমন অনেক তির্ব্বতীয় শব্দের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় যে নেওয়ারগণকে মংগোলীয় বংশ সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে বিশেষ কোন বাধা বা আপত্তি থাকিতে পারে না।

Note—Dr. F. Hamilton তৎপ্রণীত নেপালের বিবরণ নামক পুস্তকে নেওয়ারগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "If the morals of the Newar women had been more strict, I believe that the resemblance between the Chineese and Tibetans and

নেওয়ারজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের কেশ প্রসাধনের এরূপ এক বিশেষত্ব আছে যে মস্তকের উপর "ক্রেশবো" রকমের খোঁপা দেখিলেই ইহাদিগকে নানাজাতীয়া স্ত্রীলোকের মধ্য হইতেও চিনিয়া বাহির করিতে পারা যায়। ইহারা গৃহশিল্প ও কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ এবং সাধারণতঃ ব্যবসা, বাণিজ্য ও বেনেতি দোকান করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। বর্ত্তমানে ইহাদিগের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া সম্মানজনক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে ইহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পায় এবং "কৃষ্ণজী (নারায়ণ), ভীমসিং (মধ্যম পাণ্ডব, ভীমসেন) † প্রভৃতির ভজনা করিয়া

Newars would have been Complete, but since the * conquest the approach to Hindu Countenance is rapidly on the increase. Women in most cases giving a decided preference to rank, especially if connected with arms and religion."

† নেওয়ার ও তামাস্ভুটিয়াগণের মধ্যে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এবং কোন সময়ে ইহা এ'দুই সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়।

* Conquest এর বহুপূর্ব্ব হইতেই নেপালে হিন্দুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়

থাকে। হিন্দু নেওয়ারগণের পৌরহিত্য জৈসীব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

... ...

নেওয়ারগণের সংস্কার যে অনূঢ়া কন্যা পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে পিতৃগণের দেহে পাপস্পর্শ করে, এ নিমিত্ত ইহারা কন্যার কুমারী কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই একটি বিল্বফলের সহিত তাহার উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করিয়া দেয় এবং কন্যা বয়স্থা হইলে সুবিধামত কোন সৎপাত্রানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে কন্যাদান করে। অধিকাংশ স্থলেই সৎপাত্র নির্ব্বাচন কন্যার পছন্দমত বা স্বয়ং কন্যা কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে।

বিল্বফলের সহিত বালিকার বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাহাকে অসূর্য্যম্পশ্যা অবস্থায় গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং তদবস্থায় বালিকার পক্ষে একাকিনী অবস্থান করা কষ্টকর হইবে বলিয়া পাড়া প্রতি-বেশিনী আরও দু'চারিটী বালিকার উদ্বাহ কার্য্য একত্র সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বিল্বফলটী নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয় এবং নেওয়ারগণের বিশ্বাস যে ইহা তথায় অনন্তকাল নিমজ্জিত থাকে। কাপ্তেন ভানসিটার্ট নামক জনৈক নৃতত্ত্ববিজ্ঞান সমিতির সদস্য তৎপ্রণীত নেপালের বিবরণ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "Widows are allowed to remarry; in fact a Newarni is never a

widow as the 'Bel' fruit to which she was first married is presumed to be always in existence" অর্থাৎ নেওয়ার রমণী কখনও বিধবা হয় না এবং তাহারা চিরায়তী থাকিয়া এক স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে স্বচ্ছন্দে পত্যন্তর গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী সমস্ত জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকিলেও একমাত্র নেওয়ার সমাজেই বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের বিধান নাই। অপর, কোন রমণীর দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, সুতরাং উক্ত ভানসিটার্ট সাহেব কৃত "The marriage tie however amongst Newars is by no means so binding as amongst Gurkhas" অর্থাৎ নেওয়ারগণের বিবাহ বন্ধন আদৌ সুদৃঢ় নহে, এ মন্তব্য কখনই সত্য ও সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তির্ব্বতীয়, ভূটিয়া, লেপচা ও নেপালীপাহাড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনও জাতির মধ্যে "বিল্ববিবাহের অনুরূপ কোনও প্রথার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। একমাত্র বঙ্গদেশে কুলীন কুমারীর নিম্ন ঘরে বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে পিতার কৌলিন্যাভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিনিত্ত কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে কুশ-পুত্তলিকার সহিত "করণ বিবাহ" হইয়া থাকে। এইরূপ 'করণ' প্রথার প্রচলন বঙ্গদেশেও আধুনিক ব্যতীত পুরাতন নহে। সুতরাং "বিল্ববিবাহ" প্রথা কিরূপে এবং কি উদ্দেশ্যে

অতি প্রাচীন যুগে নেওয়ার সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়।

... ...

নেওয়ারগণের শব-সৎকার প্রথার বিশেষত্ব এই যে ইহাদিগের মধ্যে শবানুগমনকারিগণের প্রত্যেককেই শোক প্রকাশ করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। হয়ত কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রকারগণ এরূপ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোকে এ প্রথার অন্তর্নিহিত সাধু উদ্দেশ্য বা গূঢ়মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া শুধু নিয়মের খাতিরে বাহ্যিক শোক প্রকাশ করিতে করিতে শব সমভিব্যাহারে শ্মশানে গমন করে।

নেওয়ারগণের মৃতদেহ অগ্নিতে সংকৃত হইয়া থাকে এবং মৃতের পুত্র কন্যাগণ তদুদ্দেশে মৃত্যুর তৃতীয়, সপ্তম, একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

কিরাত জাতি।

(ক) কিরাত জাতির পরিচয়।

অথর্ব্ববেদের ১০।৪।১৪ সূক্তে, পর্ব্বত শীর্ষে • বনৌষধি আহরণ রতা "কৈরাতিকা" বা কিরাত বালিকার প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মহাভারতের—"উত্তরাপথ জন্মানঃ কীর্ত্তয়িষ্যামি তান্নপি
যৌন কাম্বোজ গান্ধারাঃ কিরাতাঃ বর্ব্বরৈ সহ।

শ্লোকে, মহারাজ যুধিষ্ঠীরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজন্য-বর্গের মধ্যেও কিরাতগণের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিরাতার্জ্জুন সংবাদে, কিরাত দেশের যে যৎসামান্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান হয় যে নেপাল ও মদ্রদেশের (ভুটানের) অন্তর্বর্ত্তী কোন স্থানে কিরাতগণের বাস ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ, তির্ব্বতের অন্তর্গত "ছ্যাঙ্" দেশকে ইহাদিগের আদিনিবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, কিরাতজাতির অন্তর্ভূক্ত লিম্বুগণ ছ্যাঙ্, কাশী (বেনারস্) ও 'ফেদার' হইতে আসিয়া নেপালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

'ফেদার' লিম্বুগণ নাকি ফেদার গ্রামে অবস্থিত এক সুবিস্তীর্ণ পাষাণ স্তূপের নিম্নদেশ হইতে স্বতঃ উদ্ভুত হইয়া-

"রাই জাতীয়া যুবতী"

শ্রীযুক্ত এস সিং (ফটোগ্রাফার, দার্জিলিং) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃষ্ঠা—৩০

ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। বোধ হয় এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই "বাজনেয়ী সংহিতায়" কিরাতগণকে পর্ব্বত গুহা-বাসী জাতি বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। *

তিন পুরোহিত সহ নাকি লিম্বুজাতির পূর্ব্বপুরুষ দশ ভ্রাতা কাশীদেশ (বেনারস্) হইতে গঙ্গার স্রোত প্রবাহ ধরিয়া বিপরীত দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে, পঞ্চভ্রাতা বরাবর হিমালয় পৃষ্ঠস্থিত সুদূর লিম্বুয়ান প্রদেশে উপনীত হইয়া ছিলেন এবং অপর পঞ্চভ্রাতা তির্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে নেপালে আগমন করিয়া ভ্রাতাগণের সহিত মিলিত হইয়া ছিলেন।

প্রথম পঞ্চম ভ্রাতার বংশধরগণকে 'কাশী গোত্রীয়' অপরকে 'লাসা গোত্রীয়' বলে। লিম্বুদিগের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হইলেও ইহাই তাহাদিগের উৎপত্তির আদি ইতিহাস।

আর্য্য হিন্দুগণ, ইহাদিগকে মৃগয়া ও পশুহত্যা দ্বারা জীবিকার্জ্জন হেতু "কিরাত" এবং খর্ব্বাকৃতি নিবন্ধন "বামন" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ও ইহাদিগের ধর্ম্মে অনাসক্তি এবং অনাচার প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া অনেক স্থলে ইহাদিগকে "অশ্ববদনা" "নাসিকাহীন" প্রভৃতি ঘৃণিত অভিধানে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য শাস্ত্রকারগণের পদাঙ্কানুসরণে

* Vedic Index by Macdonell and kith.

গ্রীস্ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "প্লিনি" কিরাতগণকে অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

* "They have merely holes in their heads instead of nostrils, and flexible feet; like the body of a serpent."

ময়ুর্য্যরাজসভাধিষ্ঠিত গ্রীসীয় রাজদূত মেগাস্থিনিস্ তৎ প্রণীত ভারতের বিবরণ নামক পুস্তকে কিরাত জাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "There are men of five and even three spans in height, some of whom are without nostrils, with only two breathing orifices above the month."

প্লিনি বা মেগাস্থিনিস্ এতদুভয়ের কেহই শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কিরাতগণের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হন্ নাই এবং নিতান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীনের ন্যায় জনশ্রুতির সত্যাসত্য নিরূপণ না করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন!

বৈদেশিক লেখকগণের মধ্যে একমাত্র Lassen কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণই "They were allied to the Tibetans and inhabited much of Bengal at the time of the Aryan migration. Their native Capital was at Makwanpur in Eastern Nepal. They were a warlike, uncultivated, polygamous race,

* Periplusএর Notes

whose native animism yielded imperfectly to Brahman or Budhist teaching, and whose neglect of religious rites caused the Brahman Hindus to reduce them to the rank of Sudras." সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্রহ্মপুরাণে, কিরাতগণকে গরুড় জাতীয় পক্ষী বিশেষের চির শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কি তাহা সঠিক উপলব্ধি করা সুকঠিন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, কীকট্ অর্থাৎ বঙ্গ মগধবাসী সুসভ্য চেরগণকে পক্ষী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লুণ্ঠন পরায়ণ কিরাত দস্যুগণের সহিত চের জাতির সাময়িক যুদ্ধ বিগ্রহাদি লক্ষ্য করিয়াই এরূপ উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে কিরাতগণ হিমালয় জাত মৃগনাভি, বনৌষধি, পশুচর্ম্ম, চমরীগোর লাঙ্গুল প্রভৃতি আহরণ করিয়া পর্ব্বত পাদমূলস্থ নিম্ন দেশসমূহে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত এবং কখন কখন সুযোগ মত দলবদ্ধ হইয়া নিরীহ সমতল দেশ-বাসীর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বদেশে পলায়ন করিত। কখনও বা সীমন্তদেশবর্ত্তী কোন সামন্ত রাজের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক অপরাপর নৃপতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইত।

নেপালের "নেপালকো বংশাবলী" নামক পুস্তকে উক্ত আছে যে কিরাত রাজ "জিতেদষ্টি" যাঁহার রাজত্ব কালে শাক্যসিংহ বুদ্ধ নেপালে গমন করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণের

পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে নিহত হইয়া ছিলেন। *

বর্ত্তমান সময়ে নেপালের পূর্ব্বাংশ ও দার্জ্জিলিং বাসী কিরাতগণ "সুব্বা" উপাধিধারী "লিম্বু" ও "জিমদার" উপাধি-ধারী "রাই" নামে পরিচিত। রাইদিগের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি ও সাহসিকতা দর্শনে ইহাদিগকে স্বতঃই সেই মানব. ধর্ম্মশাস্ত্র (৫।৫৩।১) বর্ণিত যোদ্ধৃ প্রকৃতি প্রাচীন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণের বংশধর বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

রাইগণ কোনও কারণে সামান্য উত্তেজিত হইলে অস্ত্রাঘাত নিমিত্ত "খুকরী" উত্তোলন করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না; এনিমিত্ত এতদ্দেশবাসিগণ ইহাদিগকে ভয়ানক চরিত্র বিশিষ্ট বলিয়া মনে করে। অতি প্রাচীন কালাবধি একত্রাবস্থান ও বৈবাহিক সম্বন্ধাদি দ্বারা সংমিশ্রণ হেতু লিম্বু ও রাইগণ পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ট ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে যে উভয় জাতির রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারে ক্বচিৎ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয়।

* বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ও কুরুক্ষেত্র সমর এতদুভয়ের সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ ইতিহাসের কষ্টি পাথরে কতদূর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহা ঐতিহাসিকগণই জানেন।

(খ) **রীতিনীতি ।**

লিম্বু ও রাই জাতীয় স্ত্রী পুরুষের বেশভূষা অনেকাংশে নেপালী পাহাড়িয়াগণের অনুরূপ। (জিমদারনীর চিত্র দ্রষ্টব্য।) লিম্বু জাতীয়া রমণীগণ মস্তকের মধ্যভাগ হইতে কেশ বেণীবদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া লম্বিত ভাবে ছাড়িয়া দেয়।

অশিক্ষিত লিম্বু ও রাইগণ সাধারণতঃ কুলী ও সহিসের কার্য্য করে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আফিসাদিতে ও সামরিক বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন।

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন সংস্কার ও রীতিনীতি শিক্ষিত পরিবার হইতে আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে লোপ প্রাপ্ত হইতেছে এবং লামাগণের পসার হানির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মানুশীলন, বিবাহ, শব সৎকার প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সরলীকৃত আকার ধারণ করিতেছে। শৃজাং প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উপদেশাবলী হইতে যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্ট অনুধাবন হয় যে মনুষ্য সভ্যতার অতি প্রাচীন যুগেও লিম্বুগণ নীতিশাস্ত্র পালনে সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

গ। ধর্ম্ম বিশ্বাস ঃ—

ধর্ম্মানুশীলন সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশেষ কোন ধর্ম্মে আসক্তি বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। যে স্থানের অধিবাসীরা অধিকাংশ বৌদ্ধ তথায় ইহারা আপনাদিগকে বৌদ্ধ এবং যথায় অধিকাংশ হিন্দু তথায় বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির উপাসক বলিয়া ঘোষণা করে। ইহারা কোনরূপ মূর্ত্তিপুজা করে না, অথবা ইহাদিগের কোন দেবমন্দির নাই, কিন্তু "টগৈরা-নিংওয়াফুমা (অন্তর্য্যামী), সিংলাভোয়া, পয়াংলুংমা, চোখোবা প্রভৃতিকে গৃহদেবতারূপে অর্চ্চনা করে এবং মাঝে মাঝে তদুদ্দেশে শূকর, মুরগী ও মহিষ প্রভৃতি বলিদান করিয়া থাকে।

সংসারে ব্যাধি পীড়া প্রভৃতি কোন অশুভ সংঘটিত হইলে ইহারা তাহা কোন দুষ্ট যোনির কার্য্য বা কোপজনিত বিবেচনা করিয়া পুরোহিত দ্বারা গ্রহশান্তিব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

শৃজাং, থেবা প্রভৃতি স্বনামধন্য ও লোকান্তরপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণকে ইহারা অবতার জ্ঞানে পূজা করে।

বাইদাং, ফেদাং, বিজুয়া, দামি, শৃজাং প্রভৃতিকে লিম্বুগণের পৌরহিত্য করিতে দেখা যায়। এতন্মধ্যে কেহ বা ভূত ঝারিয়া ব্যাধি উপশম করে, কেহ অশরীরী আত্মা আহ্বান করিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করায়, কেহ ভূত চালান দেয়, কেহ ভবিষ্যৎ গণনা দ্বারা শুভাশুভ নিরূপণ করে, কেহ বা

মন্ত্র পাঠ ও বিবাহাদিতে পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পুরোহিতগণের মধ্যে সাধারণ লিম্বুগণ, বিজুয়া-দিগকে বিশেষ ভয় করিয়া চলে, কারণ এরূপ সংস্কার আছে যে গৃহ হইতে বিজুয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলে গৃহ-স্বামীর অচিরে সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়।

লিম্বুদিগের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ বা মন্ত্রপুথি আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় না, কিন্তু লিম্বু "মুচা" (প্রার্থনামন্ত্র) ও "মন্ধুম" (শাস্ত্র)গুলি পুরুষানুক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতি সাহায্যে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কথিত হয় যে "মারাং" নামক জনৈক লিম্বুরাজা লিম্বুসমাজে লিখন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন কিন্তু অব্যবহার বশতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। লিম্বুগণের বিশ্বাস যে একমাত্র ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিই পৌরহিত্যের কার্য্যে ও মন্ত্রাভ্যাসে ক্ষমতা লাভ করেন এবং পুরোহিতের সন্তান হইলেও অনেক সময়ে তাঁহারা পুরো-হিতোচিত শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হন না।

পুরোহিতগণের মাংসভোজন সম্বন্ধে কোনরূপ বিধি নিষেধ নাই, কিন্তু তাঁহারা কেহই "রসুন" গ্রহণ করেন না। পুরোহিতগণের মধ্যে অনেককে জারমদ্য ও সুরা ত্যাগী দেখা যায়।

পূর্ব্বে কিরাতগণের মধ্যে গো হত্যার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কোন গুর্খারাজ ইহাদিগকে বহুদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

ও পরাজিত করিয়াছিলেন এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে ঐ যুদ্ধের সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইহারা গো হত্যায় বিরত হইয়াছে। গোমাংস ভক্ষণ প্রথা যে লিম্বুসমাজ হইতে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অনেকে স্বীকার করিতে সম্মত নহেন।

(ঘ) বিবাহ প্রথা ঃ—

লিম্বু ও রাই উভয় জাতিরই বিবাহপ্রথা অতি অভিনব ও আশ্চর্য্যজনক।

পূর্ব্বকালে কোন লিম্বুযুবক মনোমত কোন লিম্বু যুবতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, জাতীয় প্রথানুসারে তাহাকে সঙ্গীতযুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত করিতে সক্ষম হইলে বিবাহার্থ বন্দিনী করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিত। বর্ত্তমান সময়ে "সঙ্গীত যুদ্ধ" প্রথার লোপ প্রাপ্তি ঘটিলেও লিম্বুযুবকগণ, গুর্খাজাতি প্রবর্ত্তিত গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে যুবতীকে প্রেমছলনায় মুগ্ধ করিয়া বিবাহার্থ স্বগৃহে লইয়া আসে।

কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া লিম্বুশাস্ত্রকারগণ "সঙ্গীত যুদ্ধ" প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সে প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া বর্ত্তমান লিম্বুগণ সমাজের কল্যাণ কি অকল্যান সাধন করিয়াছেন তাহা বলা সুকঠিন।

বিবাহরাত্রে যুবকের আত্মীয় কুটুম্ববর্গ জারমদ্য ও পিষ্টক প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া বিবাহবাটীতে সমবেত হইলে লিম্বুজাতির প্রথানুসারে যুবতী যুবকের বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন এবং উপস্থিত পাড়াপ্রতিবেশী যুবক যুবতীগণ মাঝে মাঝে তাহাদিগের সহিত নৃত্যগীতে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধনে ব্যাপৃত হয়।

নৃত্যগীতান্তে মুণ্ডিত মস্তক "ফেদাং" বিবাহস্থলে আগমন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নবদম্পতি কর্ত্তৃক ধৃত কুক্কুট কুক্কুটীর গ্রীবা ছেদন পূর্ব্বক নির্গত শোণিতধারা একখণ্ড কদলীপত্রে ধারণ করেন। ইহা হইতে নাকি দম্পতির ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নিরূপিত হয়।

যুবক কর্ত্তৃক যুবতীর সীমন্তে সিঁন্দুর অনুলেপনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যায় এবং সমাগত কুটুম্ববর্গ জারমদ্য, শূকর মাংস, অন্ন ও পিষ্টকাদি সংযোগে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া গৃহে গমন করেন।

বিবাহের পর দিবস, অশরীরী আত্মা আবাহন করিয়া নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করাইবার প্রথা আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বাঞ্ছিত বর প্রদত্ত হয় না এবং গ্রহ-শান্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক হইলেই পুরোহিত-গণের কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে, সুতরাং প্রেতাত্মা যখন স্বার্থসম্পর্কে জড়িত পুরোহিতের বাগ্‌যন্ত্র সাহায্যে আশীর্ব্বাণী

উচ্চারণ করেন তখন স্বভাবতঃই এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা।

গ্রহশান্তি ব্যাপার সমাপ্ত হইলে যুবক জারমন্ত, রৌপ্য-মুদ্রা, শূকরমাংস প্রভৃতি উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া নবপরিণীতা পত্নীসহ শ্বশুর সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

কাপ্তেন ভানসিটার্ট তৎপ্রণীত নেপালের বিবরণ নামক পুস্তকে এরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে গ্রহশান্তি সমাপ্ত হইলে যুবতীকে মুক্তি প্রদান করা হয় এবং যুবতীর পিতৃগৃহে প্রত্যাগমনের কয়েকদিবস পরে জারমন্ত,শূকরমাংস, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতি উপঢৌকন সহ জনৈক ঘটক বধু আনয়নার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

যুবতীর পিতৃগৃহে পৌঁছিয়া ঘটক উপঢৌকন দ্রব্যগুলি ভূমিতে রক্ষা করিবামাত্রই কন্যার পিতা বা অন্য কোন অভি-ভাবক ব্যক্তি, অতিমাত্র ক্রোধের ভান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হন। ঘটক কৌশলে তাঁহার ক্রোধোপশমন করিয়া উপঢৌকন দ্রব্য ও পাত্রীমূল্য স্বরূপ কিঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রা প্রদানান্তর পানভোজনান্তে যুবতীকে লইয়া প্রস্থান করে।

লিম্বু সমাজে পাত্রীমূল্য বরের আর্থিক সঙ্গত্যনুসারে দশ হইতে একশত কুড়ি মুদ্রা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এবং বরপক্ষ একযোগে সমুদায় অর্থ প্রদান করিতে অশক্ত হইলে নির্দ্ধারিত পণের বিনিময়ে তুল্য মূল্যের দ্রব্যাদি প্রদান প্রথাও প্রচলিত আছে।

ঘটক সাহায্যে বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপন প্রথাও লিম্বু সমাজে বিরল নহে। এরূপ বিবাহে বর, শুভদিনে জারমদ্য, শূকর মাংস, রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি উপঢৌকন সহ, বাদ্যভাণ্ড সহকারে সদলবলে কন্যার গৃহে উপনীত হইয়া তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিবাহ করে।

সাধারণতঃ, কোর্টশিপ্ বা উপসর্পণা দ্বারাই অনেক লিম্বু যুবকযুবতীর বিবাহ সংঘটিত হয়।

সুদূর অতীতে যখন সভ্যতার আলোক দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় কন্দরে প্রবিষ্ট হয় নাই, তখন, আদিম পার্ব্বত্য সমাজে আধুনিক সভ্য জাতি প্রবর্ত্তিত কোর্টশিপ্ প্রথার বহুল প্রচলন দর্শনে অনুমান হয় যে স্ত্রী পুরুষের মিলনের ইহাই বোধ হয় প্রকৃতিসিদ্ধ চির সনাতন রীতি।

রাইগণের মধ্যেও কোর্টশিপ্ দ্বারা বিবাহ সংঘটন ও উপঢৌকনাদি সহ "মাংগ্নি" অর্থাৎ পাত্রী যাচ্ঞা প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

কাপ্তেন ভানসিটার্ট লিখিয়াছেন যে—

"Khumbus marry their daughters as adults and tolerate sexual license before marriage on the understanding rarely set at defiance, that a man shall honourably marry a girl who is pregnant by him."

অর্থাৎ "রাই সমাজে, কোর্টশিপে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, যুবকযুবতীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও মিলামিশার ফলে যুবতী যদি দোহদ-সম্ভবিতা হয় তাহা হইলে যুবক তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে কন্যার পিতামাতা তাহাদিগের যথেচ্ছ বিচরণ ও অবাধ দেখা সাক্ষাতে কোনরূপ আপত্তি করেন না। কিন্তু রাইগণ, "চুরি বিয়া" অর্থাৎ যুবতীকে প্রলোভিত করিয়া আনিয়া বিবাহ অথবা গুপ্তপ্রণয় দ্বারা বিবাহ ব্যতীত এরূপ কোন প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। লিম্বু ও রাইগণের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে এবং বিধবা রমণীর পুনর্ব্বিবাহ কালে তাহার তৎকালীন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও বয়ঃক্রম অনুসারে পণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

বিধবা রমণী শ্বশুরকুলের পরিবার মধ্যে গণ্য বলিয়া পত্যন্তর গ্রহণকালে পণলব্ধ অর্থ তাঁহারাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

লিম্বু রমণীগণ সাধারণতঃ পতিপরায়ণা হইয়া থাকে, কিন্তু পরপুরুষের সহিত হঠাৎ অন্তর্ধান হওয়ার ঘটনাও একেবারে বিরল নহে।

Mr. Risley তৎপ্রণীত Castes and Tribes of Bengal নামক পুস্তকে এ বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে "Women are faithful to the men they live with, while they live with them, and secret

adultery is believed to be rare, but they think very little of running away with any men of their own or cognate tribe who takes their fancy, and the state of things which prevails, approaches closely to the ideal regime of temporary unions advocated by would-be marriage reformers in Europe."

একমাত্র ব্যভিচার অপরাধের নিমিত্ত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। স্ত্রী পুরুষে কোনরূপ অবৈধপ্রণয় সংঘটিত হইলে তদ্বিষয় গ্রামের প্রধানগণের গোচরে আনীত হয় এবং তাঁহারা অপরাধী পুরুষকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রমণীর স্বামীকে বিবাহ কালে ব্যয়িত অর্থের তুল্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে ও তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন। পতিহীনা নারী দোহদ-সম্ভবিতা হইলে যদ্যপি সে প্রধানগণের নিকট উপপতির নাম প্রকাশে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দেওয়া হয়।

চ। **শব সংকার—**

লিম্বু জাতীয় কোন ব্যক্তির মৃতদেহ সংকারার্থ গোরস্থানে আনিত হইলে, ফেদাং একটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তৎ

স্থানাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট হইতে গোরোপযোগী কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করেন। গোর খনিত হইলে গোরের চতুষ্পার্শ্বে, পুরুষপক্ষে চারি ও স্ত্রীপক্ষে তিন সারি প্রস্তর সজ্জিত করিয়া শবটিকে তন্মধ্যে চিৎভাবে স্থাপন পূর্ব্বক বদ্ধকর হস্ত দু'খানিকে বক্ষের উপর রক্ষা করা হয়। কোন কোন শ্রেণীর লিম্বুদের শিয়রে কাংস পাত্রে একটি রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রা রাখার প্রথা আছে। শবানুগমনকারিগণ প্রত্যেকে মুষ্ঠি মুষ্ঠি মৃত্তিকা নিক্ষেপ দ্বারা গর্ত্তটি পূর্ণ করিয়া ফেলিলে ফেদাং পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক জীবিতগণের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে পূর্ব্বপুরুষ-গণের সহিত মিলিত হইতে আদেশ করেন। তৎপরে ফেদাং সকলের সহিত মৃতের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জারমদ্য, মাংস প্রভৃতিযোগে ভোজন সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করেন।

মৃতের পুত্র ও নিকটাত্মীয়গণ, পুরুষের মৃত্যু হইলে চারি এবং স্ত্রীলোকের তিন দিবস পর্য্যন্ত আমিষ, লবণ, তৈল, মসলা, কাল ডাইল প্রভৃতি বর্জ্জনপূর্ব্বক অশৌচ পালন করে এবং অশৌচান্তে পুনরায় ফেদাং ও আত্মীয় কুটুম্ববর্গকে আর একটি ভোজ প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার ও সকলের সহিত মিলামিশা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বহুকালাবধি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের বিভিন্নস্থানে

অবস্থান হেতু লিম্বুগণের মধ্যে অনেক সময় একই ব্যাপারে বিভিন্ন প্রথারপ্রচলন দৃষ্ট হয়।

স্থানবিশেষের প্রচলিত প্রথানুসারে কোথাও মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ, কোথাও ভূমিতে প্রোথিত, কোথাও বা নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

শব সংকার বিষয়ে রাইগণের মধ্যেও এই ত্রিবিধি প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

তিব্বতীয়দিগের কথা

ক। তিব্বতীয়দিগের ধর্ম্মভাব ঃ—

রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে বর্ত্তমান তিব্বতকে পুরাকালের যক্ষাধিকৃত দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং তিব্বতীয়গণের আজন্মলব্ধ ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে স্বতঃই ধর্ম্মশীল যক্ষজাতির বংশধর বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

* জলের রক্ষাবিধান কার্য্যে নিয়োজিত প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা "যক্ষাম" অর্থাৎ পূজা করিব বলিয়াছিল তাহারা ব্রহ্মা প্রজাপতি কর্ত্তৃক "যক্ষ" নামে অভিহিত এবং পরে আপনা-দিগের ধর্ম্মনিষ্ঠতার নিমিত্ত অগস্ত্যাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক জগতে ধর্ম্মশীল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান তিব্বতীয়গণও উত্তরাধিকার সূত্রে যক্ষচরিত্রের এ স্বভাবসিদ্ধ গুণরাশি প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠতার নিমিত্ত সভ্যজগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

History of Indian Architecture নামক পুস্তকে মিঃ ফার্গুসান "তিব্বতীয়গণের ধর্ম্মশীলতা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

মূল রামায়ণ—অনুবাদ—উত্তরাকাণ্ড—৪র্থ সর্গ।৩, ১৫ সর্গ।২

"তিব্বতীয় রমণীদ্বয়"

শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদার (ফটোগ্রাফার, দার্জিলিং) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃষ্ঠা- -৪৬

তিব্বতীয় ভিক্ষু—“মানে” হস্তে

শ্রীযুক্ত এস, সিং (ফটোগ্রাফার, দার্জ্জিলিং) এর

সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃষ্ঠা—৪৭

"The Tibetans are a fragment of a great primitive population that occupied both the northern and southern slopes of the Himalayas, at some very remote prehistoric time. They were worshippers of trees and serpents; and they and their descendants and connections in Bengal, Ceylon, Tibet, Siam and China have been the bulwark of Budhism."

তিব্বতীয়গণের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মগুলি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা শুধু ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তিব্বতীয় গৃহস্বামী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া সস্ত্রীক ধূপদীপাদি যোগে গৃহাধিষ্ঠিত অভয়মুদ্রা বুদ্ধমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন এবং তৎপরে প্রাতর্ভোজন সমাপন পূর্ব্বক সংসারকর্ম্মে ব্রতী হন্। কর্ম্মান্তে অবসর সময়টুকু তাঁহারা বিশ্রামলাভে ব্যয়িত না করিয়া হস্তদ্বারা "মানে" * সঞ্চালন ও সহস্র সহস্র কাচবর্ত্তুল রচিত মালা জপদ্বারা ধর্ম্মার্জ্জনে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। অনুক্ষণ ধর্ম্ম সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক তিব্বতীয় নিজ গৃহাঙ্গনে তীক্ষ্ণ ফলকাগ্র বিশিষ্ট সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত করিয়া তদ্গাত্রে প্রার্থনামন্ত্র লিখিত বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দিয়া থাকেন; ইহাদিগের বিশ্বাস যে,

পতাকার ন্যায় সতত উড্ডীয়মান বস্ত্রখণ্ডে লিখিত প্রার্থনা-মন্ত্রগুলি বায়ুভরে উর্দ্ধে নীত হইয়া ভগবৎচরণে পৌঁছিবে। এতদ্ব্যতীত তিব্বতে পথভ্রমণ ও বায়ু সেবনকালেও পথিপার্শ্বে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বলিত প্রাচীরগুলি প্রদক্ষিণ ও তৎ সংলগ্ন "মানে"*গুলি হস্ত দ্বারা সঞ্চালন করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করা হইয়া থাকে। তীর্থদর্শনদ্বারা পুণ্য সঞ্চয় জন্য তিব্বতীয়গণ প্রায়শঃই তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হয়। তিব্বতে বহু তীর্থস্থান আছে এবং সকলস্থলেই যাত্রিগণের সুবিধার নিমিত্ত রাজব্যয়ে ও পুণ্যকামী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বহু যাত্রীনিবাস বা পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। তীর্থস্থলে অবস্থিত দেবমন্দিরগুলি স্থপতি বিদ্যা ও অসাধারণ নির্ম্মাণ দক্ষতার পরিচায়ক।

* মানে—চূড়াযুক্ত গোলাকার ঢাকনিবিশিষ্ট প্রায় ৩″×২″ ইঞ্চ নলাকৃতি একটি চোঙ এবং তন্নিম্নে অতি দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত একটি হাতল। বৌদ্ধমন্ত্র লিখিত একখণ্ড ভূর্জ্জপত্র চোঙ্ মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং চোঙ্ ও হাতলের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থলে পাতলা গোলাকার একখানি তাম্রখণ্ড দৃষ্ট হয়। পার্ব্বতীয় বৌদ্ধগণের বিশ্বাস যে, মানে হস্তদ্বারা সঞ্চালনকালে ঘর্ষণে ঘর্ষণে তাম্রখণ্ডটি যতই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তাহাদিগের ইহজন্মের পাপভার তত লঘু হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক জন্মের চেষ্টায় তাম্রখণ্ডখানি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং জন্মার্জ্জিত পাপরাশিও থাকিয়া যায়। (তিব্বতীয় ভিক্ষুর হস্তে দ্রষ্টব্য)।

প্রার্থনামন্ত্র লিখিত পতাকাদণ্ড প্রোথিত অঙ্গন

(অবজারভেটরী হিল স্থিত "মহাকাল" মঠ)

(শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদার (ফটোগ্রাফার, দার্জিলিং) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

পৃষ্ঠা—৪৮

(খ) লামা তত্ত্ব

দেশের সর্ব্বত্রই অসংখ্য ধর্ম্মমন্দির "গুম্বা" ও ধর্ম্মমঠ "সজ্ঘ" দৃষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক ধর্ম্ম মঠেই বহু মুণ্ডিত মস্তক ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী লামা দিবারাত্র ধর্ম্ম-চর্চ্চায় ব্যপৃত থাকেন। রাজ নিয়মে দেশের কৃষিজাত দ্রব্যাদির একাংশ মঠের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকা হেতু, মটবাসী লামাগণকে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ ভাবনা ভাবিতে হয় না। দেশের প্রথানুসারে প্রত্যেক পরিবারের পুত্র সন্তানগণের মধ্যে এক জনকে লামা ব্রত অবলম্বন করিতে হয়; তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে শিক্ষা লাভ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে নিজ গৃহে পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন বালককে কিছুকাল * "গুফ্‌ফায়" শিক্ষাদান করিয়া পরীক্ষার্থ কোন সজ্ঘমঠে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সজ্ঘমঠে মঠাধ্যক্ষ লামা ও জনৈক রাজপ্রতিনিধি লামা প্রেরিত বালকগণের শিক্ষা ও বুদ্ধি বৃত্তির বিশেষরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কৃতকার্য্য বালকগণকে সজ্ঘমঠে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি প্রদান করেন। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বালকের শিক্ষাদাতা উপস্থিত

* গুফ্‌ফা—টোলের মত, রাজসরকার ইহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন।

* রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক শারীরিক ও আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন।

সঙ্ঘ প্রবিষ্ট বালকগণকে সঙ্ঘ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রত্যেকের রুচি, বুদ্ধি ও পারদর্শিতানুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অনেকে সংসারাশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া থাকেন, এবং রাজ-সরকারাধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিব্বতের ভাগ্য পরিচালনা করেন। সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদ হইতে তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপদ দালাই লামার আসন পর্য্যন্ত এই সকল লামাগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত।

জ্যোতির্ব্বিদ লামা, তিব্বতের ভাবী শুভাশুভ ফল নিরূপণ জন্য সর্ব্বদা ফলিত জ্যোতিষ চর্চ্চায় ব্যপৃত থাকিয়া, Oracle of Delphiর মত, রাজসরকারকে সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। লামারা বৈদেশিকগণের তিব্বত প্রবেশের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং লামাতন্ত্রাধিষ্ঠিত তিব্বত রাজসরকারও তিব্বত দর্শনেচ্ছু কোন বৈদেশিককে তিব্বত প্রবেশের অনুমতিপত্র প্রদান করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত।

† "তিব্বতীয়দিগের বিশ্বাস যে, সকল লামাই ঈশ্বরানু-গৃহীত এবং সঙ্ঘবাসী বিশেষ বিশেষ লামাগণ স্বয়ং ভগবান্

* Indian Pundits in the land of snow.

† Indian Pundits in the land of snow.

বুদ্ধদেবের অবতার। এ নিমিত্ত অনেক উৎকট-ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি জন্মান্তরে সঙ্ঘবাসী লামারূপে জন্মগ্রহণ কামনায় বাক্ সংযমী ও সদাচারী হইয়া ধর্ম্মানুশীলন করে, এবং ব্যবসায়ীর মত পাপপুণ্যের দৈনিক আয়ব্যয়ের বহি খুলিয়া সর্ব্বশেষে কৃতকর্ম্মের হিসাব নিকাশ করিয়া থাকে।

কেহ, নিজ পরিবারবর্গব্যতীত মনুষ্য জগতের, কেহ শিষ্য বা অনুচর ব্যতীত অপর সকলের সংশ্রব ত্যাগ, কেহ কেহ চন্দ্র সূর্য্য ব্যতীত জীব জগতের দৃশ্য বর্জ্জন করিয়া, এবং কেহ বা অন্ধকার কুটীর বাসী হইয়া পক্ষ, মাস, বর্ষ বা যাবজ্জীবন কঠোর ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

এরূপ কঠোর ধর্ম্মচর্য্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে তিব্বতীয় ভাষায় "শ্যাম্পা" এবং ধর্ম্মচিন্তার নিমিত্ত নির্জ্জন অন্ধকার গৃহগুলিকে "শ্যাম-ক্যোং" বলে। প্রত্যেক সঙ্ঘমঠেই এরূপ দুচারিটি "শ্যামক্যোং" দৃষ্ট হয়, এবং "শ্যাম" অর্থাৎ তপশ্চরণের প্রকার ভেদ অনুসারে "শ্যামকোং" গুলিও পৃথক ও বিভিন্ন ধরণে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দৈহিক, ঐহিক ও পারত্রিক সকল ব্যাপারেই লামাগণ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। লামার অনুজ্ঞা ব্যতীত তিব্বতীয়গণ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, এবং তাহাদিগের ইহজীবনের কোন ব্যাপারই লামার অনুপস্থিতিতে সম্পাদিত হইতে পারে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দৈবজ্ঞ লামা ডাকাইয়া তাহার পূর্ব্ব-জন্ম বৃত্তান্ত সঠিক নিরূপণ করিয়া নামকরণ করা হইয়া থাকে।

দণ্ডবিধি

* তিব্বতে কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে ধৃত করিয়া নজরবন্দী অবস্থায় হাজতগৃহে আবদ্ধ রাখা হয়।

তথায় "উইনিচিচয়া" বা মহামাত্মা তৎপ্রতি সদয়ভাব প্রদর্শন করিয়া তাহাকে অভিযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, এবং "ওহারিকা" নামক কর্ম্মচারী তাহা আরও বিশদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া লন্। তৎপরে "শান্দি" অর্থাৎ অপরাধীর প্রতি পীড়ন আরম্ভ হয় এবং "সূওধারা" নামক কর্ম্মচারী অপরাধীকে অপরাধ সম্বন্ধে কঠোর ভাবে প্রশ্ন করিতে ও মাঝে মাঝে বেত্রাঘাত করিতে থাকেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনরূপ স্বীকারোক্তি করিলে "অথকু-লাট্ট" নামক কর্ম্মচারী তাহাকে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া আরও নূতন কথা প্রকাশ করাইতে প্রয়াসী হন।

যদি অভিযোগের বিষয় গুরুতর হয় এবং রাজ সরকার অভিযোক্তা হন্ তাহা হইলে অপরাধীকে প্রধান মন্ত্রী, সেনাপতি বা "কালনের" নিকট হাজির করা হয় এবং তিনি

* Hindu Polity—K. P. Jayaswal.

তিব্বতদেশে প্রচলিত ত্রিবিধ দণ্ডের কোনটী প্রযোজ্য তন্নিরূপণ করিয়া তাহাকে "গিয়ালসা'ব" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের উপরাজের নিকট প্রেরণ করেন।

তিব্বতের নিয়মানুসারে একমাত্র "গিয়ালসা'ব" বা উপরাজই অপরাধীর প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদানে সমর্থ, এবং "দলাই লামা" বা রাজা তাহার হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

(গ) তিব্বতীয়দিগের শব সংকার প্রথা ঃ—

তিব্বতে, কাহারও মৃত্যু ঘটিলে লামার আদেশ প্রতীক্ষায় শবদেহটি শ্বেত বস্ত্রাবৃত করিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত গৃহকোণে রাখিয়া দেওয়া হয়, এবং দিন ক্ষণাদি বিচার পূর্ব্বক লামা সংকারের প্রকার নির্দ্দেশ করিলে শব যাত্রোপযোগী আয়োজনাদি হইতে থাকে।

শবটিকে, কাষ্ঠ নির্ম্মিত শবাধার মধ্যে স্থাপিত করিয়া সমবেত আত্মীয় কুটুম্বগণ পরলোক গত আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনোদ্দেশ্যে তন্মধ্যে এক একখানি শ্বেত বস্ত্র খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তৎপরে নিশানাকার একখণ্ড শ্বেত বস্ত্র হস্তে লইয়া লামা ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে "মুর্দ্দা পাহাড়" বা সমাধি পাহাড় (শ্মশান) অভিমুখে অগ্রসর হইলে প্রজ্বলিত ধূপ হস্তে ধূপবাহক ও তৎ পশ্চাতে শববাহী ডোমগণ শবটিকে দণ্ডায়মান ভাবে স্থাপিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে।

তিব্বতে শব বহন, শবানুগমন ও শব সংকার প্রভৃতি কার্য্য "শববাহী ডোমগণ" কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, মৃতের আত্মীয়গণের মধ্যে কেহই শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গমন করেন না।

দার্জ্জিলিংবাসী প্রবাসী তিব্বতীয়গণের মধ্যে এ নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়; এ দেশে তিব্বতের ন্যায় শববাহী ডোমজাতির বসতি না থাকা বশতঃ মৃতের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকেই সংকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হয়।

তিব্বতে, এক একদিনের পথ ব্যবধানে প্রত্যেক গ্রামের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "মুর্দ্দা-পাহাড়" নির্দ্দিষ্ট আছে এবং নির্দ্দিষ্ট মুর্দ্দা-পাহাড়ে শব আনীত হইলে, লামার নির্দ্দেশানুসারে কোনটি ভূমিতে প্রোথিত, কোনটি অগ্নিতে ভস্মীভূত, কোনটি নদীতে নিক্ষিপ্ত, কোনটি বা গৃধ্রের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

অগ্নি সংকার প্রায় অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না, একমাত্র বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী লামাগণের মৃতদেহ চন্দনকাষ্ঠ সংযোগে দাহ করা হয়।

সাধারণতঃ সমাধি ও গৃধ্রভোজন, এই দ্বিবিধ প্রথাই বিশেষরূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধি প্রদান করিতে হইলে, শবটিকে শবাধার হইতে উত্তোলন

"মানে গুম্ফা" বা তিব্বতীয় সমাধি

শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদার (ফটোগ্রাফার, দার্জ্জিলিং) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
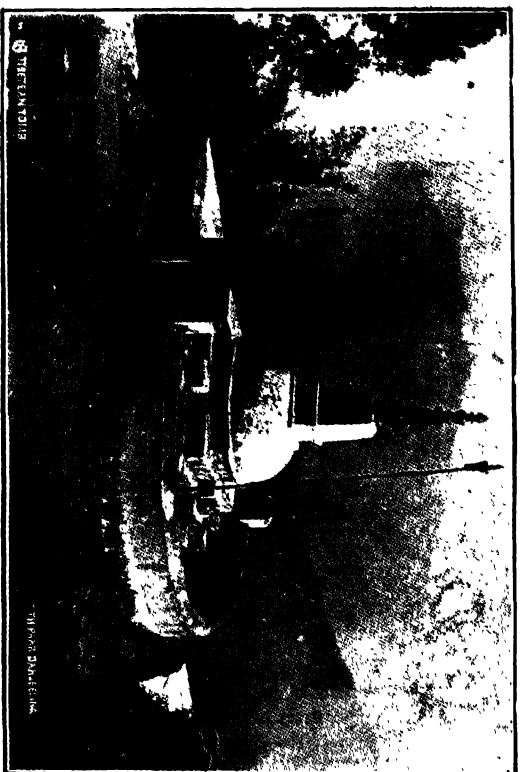
পৃষ্ঠা—৫৫

পূর্ব্বক গোরের ভিতর দণ্ডায়মান ভাবে স্থাপিত করিয়া গর্ত্তটি মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্র ব্যতীত প্রায় সকলেই সমাধি স্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ বা "মানেগুম্পা" নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকেন। যে সকল শব গৃধ্রের জন্য উৎসর্গীকৃত হয় সে গুলিকে প্রথমতঃ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সাহায্যে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া অস্থি ও মস্তক প্রভৃতি কঠিন অংশ গুলিকে প্রস্তরে পিষিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করা হয়। সম্পূর্ণ শবদেহটিকে এইরূপে গৃধ্রভোজনের উপযোগী করিয়া লামা দূর হইতে স-পারিষদ গৃধ্ররাজকে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে স্তবস্তুতি ও আবাহন করিতে থাকেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ আবাহনে হউক, অথবা শবমাংস ঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, গৃধ্রগণ অনতিবিলম্বে শবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মাংসখণ্ড গুলিকে নিঃশেষে ভোজন করিয়া ফেলে।

এই প্রথা ব্রিটীশ আইনানুমোদিত নহে বলিয়া এদেশে প্রবাসী তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। দার্জ্জিলিংএ তিস্তা, রঙ্গিত প্রভৃতি খরস্রোতা নদী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ইহার কোনটি গভীর নহে বলিয়া এদেশে কাহাকেও নদীতে শব নিক্ষেপ করিতে দেখা যায় না। তিব্বতীয়গণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মৃত্যুকালে মৃতব্যক্তির অঙ্গে যে সকল বস্ত্রালঙ্কার বর্ত্তমান থাকে, তাহা যতই মূল্যবান হউক,

উন্মোচন করিয়া লওয়া হয় না। শব সংকার সময়ে ডোম-, গণ উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। শব-সংকারকারিগণের নিমিত্ত মৃতের গৃহ হইতে জারমদ্য, পিষ্টক, মাংস প্রভৃতি নানারূপ আহার্য্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে মুর্দ্দা পাহাড়ে প্রেরিত হয়।

(ঘ) তিব্বতীয়গণের মাংস ভোজনঃ—

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইলেও তিব্বতীয়গণ কখনও মাংস ভোজনে বিরত থাকে না। কিন্তু ইহাদিগের মাংস ভোজনের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা দেশে মেষ ব্যতীত অপর কোন পশুর মাংস গ্রহণ করে না এবং কখনও সদ্যোমাংস আহার করে না। পশু নিহত করিয়া ইহারা শবদেহগুলি সংবৎসরের ব্যবহারের নিমিত্ত রন্ধন-শালায় অগ্নিস্থানের উপরিদেশে ঝুলাইয়া রাখে এবং প্রয়োজনমত ঐ শুষ্কমাংসের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া মাখন, চা, চিনি ও পিষ্টক সংযোগে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে।

বিদেশবাসী তিব্বতীয় ঔপনিবেশিক অথবা প্রবাসীদিগের মধ্যে এ বিষয়ের যথেষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। এতদ্দেশে একমাত্র গো-মাংস ব্যতীত অপর সকলপ্রকার মাংসই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

(ঙ) রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারঃ—

সুরাপান ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও তিব্বতীয়গণ পানা-সক্তি পরিহার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহারা সর্ষপাকার

"কোদো" নামক কৃষিজাত দ্রব্য হইতে একপ্রকার তরল সুরাসার প্রস্তুত করিয়া পান করে। বংশনির্ম্মিত "চোঙ" হইতে সরু নল সাহায্যে পান করা হয় বলিয়া ইহাকে "চোঙ" মদ্য বলে। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবাদিতে ইহারা "চোঙ" ব্যতীত উগ্র সুরাও প্রচুর পরিমাণে পান করিয়া থাকে।*

দেশে শৈত্যাধিক্যবশতঃ ইহারা বহুল পরিমাণে চা পান করে, কিন্তু চাএর সহিত দুগ্ধ চিনির পরিবর্ত্তে মাখন ও লবণাক্ত ক্ষার মিশ্রিত করিয়া থাকে। স্নান করিতে ইহারা আদৌ অভ্যস্ত নহে, এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি অধৌত অবস্থায় বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করে। তিব্বতীয়দিগের মতে অন্তরশুদ্ধির নিমিত্ত স্নানাদি শৌচ দ্বারা বহিঃশুদ্ধির বৃথাড়ম্বর অনাবশ্যক। দেহের ন্যায়, গৃহ ও গৃহস্থান সম্বন্ধেও ঐ একই প্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহগুলির দ্বিতলে পরিবারের শয়ন গৃহ, এবং নিম্নতলে গৃহপালিত পশুর আবাসস্থল, সম্মুখে অঙ্গন, কোনটিই ঝাঁটঝুট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার বন্দোবস্ত নাই।

† "পথ ঘাট-গুলির অবস্থা অধিকতর শোচনীয়; গৃহনিক্ষিপ্ত জঞ্জাল ও ছাই-ভস্ম প্রভৃতি বহুকালাবধি-স্তূপীকৃত হইয়া পথগুলিকে ক্রমশঃ উচ্চ করিয়া তুলিতেছে।"

---

* বড়দিন উপলক্ষে চোঙ পানরত ভুটীয়া-প্রধানগণ- চিত্র দ্রষ্টব্য

† **Wide World—June 1924.**

এতদ্দেশে প্রবাসী তিব্বতীয়গণকে কথঞ্চিত পরিমাণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে দেখা যায় ও তাহারা বক্ষস্থলের উপর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া মাঝে মাঝে স্নান করিয়া থাকে।

তিব্বতীয় রমণীগণ শিরোভূষণ, স্বর্ণালঙ্কার ও প্রবাল হার পরিধান করিতে ভালবাসে। তিব্বতীয়গণের প্রভূত প্রবাল ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া Marco Polo একস্থানে লিখিয়াছেন "Coral is in great demand and fetches a high price, for they delight to hang it round the necks of their women and of their idols."

তিব্বতীয় রমণীগণকে বদনমণ্ডলে এক প্রকার পাণ্ডুবর্ণ অনুলেপন ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহা নাকি শৈত্য হেতু ত্বকের শুষ্কতা ও বিবর্ণতা প্রাপ্তি সংরোধ করিয়া কোমলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধি করে। মেঘদূতের অমরকবি কালিদাসের "নীতা লোধ্র-প্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ" শ্লোকাংশে যক্ষরমণীগণের এ অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

(চ) তিব্বতীয় বিবাহ ও একান্নবর্ত্তি পরিবার ঃ—

পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বরপক্ষ পাত্রী অনুসন্ধানে বহির্গত হন্ এবং বঙ্গদেশের ন্যায় এদেশে "মেয়ে দেখা" প্রথার প্রচলন না থাকা বশতঃ বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বে কৌশলে বা গোপনে পাত্রী দেখিয়া,

বাগ্দানের নিদর্শন স্বরূপ কন্যাকে "বকু" অর্থাৎ পরিচ্ছদ এবং কন্যার পিতাকে পাত্রীমূল্য স্বরূপ কিঞ্চিৎ পণ প্রদান করিয়া থাকেন।

লামা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিনে বর উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, সদলবলে অশ্বারোহণে কন্যার বাটিতে আসিয়া উপনীত হন্। উভয়পক্ষের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে বিবাহোপলক্ষে বিশেষ ধূমধামের সহিত দেবার্চ্চনা ও আমোদ প্রমোদের বিশেষ আয়োজন হইয়া থাকে।

আত্মীয় কুটম্বগণ সকলে একত্র হইয়া মহোল্লাসে পান-ভোজন করিতে থাকেন, এবং ব্যবসায়ী নর্ত্তকগণ, ময়ূর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ষণ্ড, ভল্লুক, দৈত্য, ভূত প্রভৃতি সাজে সজ্জিত হইয়া নানারূপ নৃত্যকৌশল ও কৌতুক প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনে ব্যাপৃত হয়। বৈদেশিকগণ তিব্বতীয়দিগের এ মুখোস পরা নৃত্যকে Tibetan Davil Dance বলিয়া থাকেন্। লামা আসিয়া সকলের সমক্ষে দম্পতিকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করিলে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়।

* পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল বিবাহের অধিকারী এবং জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক পরিণীতা পত্নীই কনিষ্ঠগণের পত্নীরূপে

---

* পাণ্ডবগণের মধ্যে তিব্বতীয় বিবাহের অনুরূপ প্রথা লক্ষ্য করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে "লিচ্চাভি" বংশ সম্ভূত বলিয়া অনুমান করেন।

পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেবরগণের অঙ্কশায়িনী হওয়া একমাত্র স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

পত্নীর জীবদ্দশায় বিবাহিত স্বামী আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার যথেচ্ছ উপপত্নী গ্রহণে কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা বাধা প্রদান করিবার অধিকার নাই।

কনিষ্ঠগণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের কেহই পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয় না। জ্যেষ্ঠের পত্নীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, এবং পরিবারের অপরাপর স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়েই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও উহা যথেচ্ছ ব্যয় বা নষ্ট করিবার অধিকার তাঁহার নাই। সম্পত্তির সংরক্ষণ ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতিপালন জন্য জ্যেষ্ঠ রাজদ্বারে দায়ী। পরিবারের কেহ একান্নভুক্ত পরিবার হইতে স্বেচ্ছায় পৃথক্ হইয়া গেলে, পরিবারের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতার অবসান হইয়া যায়।

পরিবারের কেহই অলসভাবে দিনাতিপাত করে না, সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া পরিবারের যৌথ ধন সম্পত্তির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয়। জ্যেষ্ঠের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটিলে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে তৎপত্নী কর্ত্তৃক

পতিত্বে বৃত হয়, সেই জ্যেষ্ঠের স্থলাভিষিক্ত হইয়া সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। নূতন সম্পর্কে যিনি ভাশুর স্থলাভিষিক্ত হন্, তিনি পরিবারের অন্যান্য লোক হইতে স্বতন্ত্র বাসের বন্দোবস্ত করেন। দেশের আইনানুসারে একান্নবর্ত্তী পরিবারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর কর্ত্তৃত্বাধীনে বাস করিতে হয় বলিয়া এবং পৈতৃক সম্পত্তির অংশবিভাগ প্রথার প্রচলন না থাকা বশতঃ সকলেই মিলিয়া মিশিয়া একত্রবাস করিতে চেষ্টা করে। ফলে স্ব স্ব প্রাধান্যলোলুপ হতভাগ্য বাঙ্গালী দিগের ন্যায় একান্নবর্ত্তী পরিবার দু'দিনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় না।

বর্ত্তমানে, এক স্ত্রীর বহুস্বামীত্ব অর্থাৎ polyandry প্রথার একরূপ লোপপ্রাপ্তি ঘটিযাছে বলিয়া শুনা যায়।

লেপ্‌চা জাতির কথা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থোল্লিখিত কিন্নর জাতিই বর্ত্তমান লেপচা জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ। লেপচাগণ যেরূপ সুকণ্ঠ, নৃত্যনিপুণ ও ধনুর্ব্বিদ্যাকুশল তাহাতে পণ্ডিত গণের এ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্নরোপম সুন্দর বাহ্যিক আকৃতির অনুরূপ ইহাদিগের অন্তর খানিও অতি কোমল। কিন্তু ইহারা একদিকে যেমন সরল ও অমায়িক, অন্যদিকে আবার তেমন উগ্র ও ভীষণ। লেপ্‌চা স্ত্রী পুরুষ প্রয়োজন বোধে কঠিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করে এবং নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত হইলেও কখনও চৌর্য্য বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না।

ইহারা বাঁশ হইতে অতি উৎকৃষ্ট গৃহসজ্জা আসন ও ভোজন পাত্র এবং অব্যবহার্য্য ছিন্ন পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা "লেপ্‌চা চাদর" নামক অতি সুন্দর চাদর প্রস্তুত করিয়া থাকে। লেপ্‌চা রমণীগণের গৃহশিল্প একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

লেপ্‌চা পুরুষেরা * "দম ও কু" নামক দুই প্রস্থ পোষাক পরিধান করে, এবং কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে কটি

---

* দম = নীচের পোষাক, কু = উপরের পোষাক।

"তিব্বতীয় বেশে লেপ্‌চা যুবতী"

শ্রীযুক্ত এস্‌, সিং (ফটোগ্রাফার, দার্জ্জিলিং) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃষ্ঠা—৬২

দেশে "বাণ" নামক একহস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি প্রস্থ তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা বহন করে। পোষাকগুলি সাধারণতঃ রেশম বা মখমল নির্ম্মিত এবং দেখিতে অনেকটা ঢিলা চাপকানের মত। স্ত্রীলোকেরা হাতাহীন দম্ নামক পোষাক মাত্র ব্যবহার করে এবং কেশ সংস্কার কালে কেশগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বেণীর আকারে পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেয়, কখনও বা লম্বিত বেণী দুটীকে উর্দ্ধদিকে মস্তকের পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া সীমন্তদেশে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না।

লেপ্চাদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ না থাকিলেও সাধারণ লেপ্চাগণ, বানর ও সর্পভূক্ লেপ্চা এবং "তামসাংবু" লেপ্চাগণের সহিত কোনরূপ সামাজিক সংশ্রব রাখে না।

যে সময়ে সিকিম ভুটান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল ঐ সময়ে তিস্তা নদীর পূর্ব্বতীরবাসিগণ প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়া বিনা যুদ্ধে ভোট সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া সিকিমী লেপ্চাগণ ইহাদিগকে ঘৃণিত "তামসাংবু" অথবা দাস আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

লেপ্চাদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, জগতে যতদিন বানর জাতি জীবিত থাকিবে, ততদিন লেপ্চা জাতিরও আস্তিত্ব রহিবে—বানরের সহিত লেপ্চার জাতি-

গত বিশেষ কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা শুধু পণ্ডিতগণই বলিতে পারেন।

বিবাহ ঃ—

লেপ্‌চা সমাজে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়ঃক্রম অধিক হওয়া বিশেষ আপত্তিজনক বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গোপনে কোন যুবকের সহিত কোন যুবতীর প্রণয় সংঘটিত হইলে তাহা কৌশলে অভিভাবকগণের গোচরে আনীত হয়, এবং গ্রামের প্রধানগণের সম্মতিক্রমে উভয়ে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

বিবাহে কন্যার পিতা বরপক্ষের নিকট হইতে পাত্রীর মূল্য স্বরূপ "সিতীয়াং" বা "ক্যোহন" অর্থাৎ পণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ; পণের পরিমাণ সকলক্ষেত্রেই বরের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বিবাহের সম্বন্ধ "পিবু" বা ঘটকের দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং বরপক্ষকে বিবাহের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই পিবুর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। দেশের সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহারা কোন বিষয়েই তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন না।

এদেশের কোথাও "মেয়ে দেখা" প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং বরপক্ষকে পূর্ব্বেই কোন কৌশলে পাত্রী দেখিয়া

লইতে হয়। তবে, অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকা বশতঃ এ বিষয়ে কাহাকেও কোন বেগ পাইতে হয় না।

নির্দ্ধারিত দিনে বর সদলবলে পাত্রীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, লামা, সমবেত আত্মীয় কুটুম্বগণের সমক্ষে বরকন্যাকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং বর, বিবাহের নিদর্শন সূচক "ককেভ" বা অঙ্গুরীয় "বাদো" নামক একখণ্ড রেশমী রুমাল এবং কিছু অলঙ্কার কনেকে উপহার দিয়া থাকেন। "ইংরেনকু", অর্থাৎ যিনি কন্যাকে শৈশবাবস্থা হইতে পালন করিয়াছেন, কন্যার পিতার নিকট হইতে পণলব্ধ অর্থ ও উপঢৌকনাদির কিয়দংশ প্রাপ্ত হ'ন।

বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সমাধা হইলে উভয় পক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণকে জারমদ্য, মাংস, ও পিষ্টকাদি সংযোগে ভোজন করান হয়। ভোজন কালে সাধারণ-নিমন্ত্রিতগণকে জার্ অর্থাৎ তরল মদ্য ও বিশিষ্টগণকে "চোঙ্" নামক-মদ্য পান করিতে দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন উভয়পক্ষের পূজনীয় ও সম্মানীয়গণকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন মানসে, পৃথক পাত্রে করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচা মাংস পরিবেষণ করা হইয়া থাকে।

পাত্রীর বাটীতে বিবাহ রাত্রির এ ভোজের সমুদায় ব্যয়ভার বরকেই বহন করিতে হয়। ফল কথা কন্যার বিবাহের নিমিত্ত পিতাকে আদৌ কোনরূপ কষ্ট বা ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না; ব্যাপারটী যেন বরপক্ষের দায়

এমনি ভাবে সম্পন্ন হইয়া যায়। নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বর আত্মীয়-কুটুম্বগণকে আর একটি বিবাহ-ভোজ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বামী স্ত্রী উভয়ের জীবদ্দশায় কেহই অন্য পত্নী বা পতি গ্রহণ করিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কাহারও অন্যাসক্তি বা দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে দুজনের একের ইচ্ছানুসারে দাম্পত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে এবং অপরাধী স্বামী বা অপরাধিনী স্ত্রী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

লেপ্‌চা সমাজে বিধবা বিবাহের প্রভূত প্রচলন থাকিলেও স্বামীপরিত্যক্তা ভ্রষ্টা নারীকে কেহই পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। কুলত্যাগিনী দুশ্চরিত্রাগণকে চীনীয়গণ কখন কখন উপপত্নীরূপে লইয়া যায়।

স্বামী বিয়োগ ঘটিলে লেপ্‌চা রমণী দেবরগণের মধ্যে কাহাকেও, অথবা তদভাবে স্বামীর কোন আত্মীয়কে পতিত্বে বরণ করে। সামাজিক নিয়মানুসারে শ্বশুর বা তৎস্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি স্বামীবিয়োগ বিধূরা যুবতীকে পত্যন্তর গ্রহণ বিষেয়ে সর্ব্বথা সাহায্য করিতে বাধ্য থাকেন।

পিতৃনির্দ্দেশানুসারে পুত্রকন্যাগণ সকলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে; পিতা ইচ্ছা করিলে কাহাকেও সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সম্পত্তির অংশ হইতে

বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ ওজ়র আপত্তি করিবার থাকে না।

বিবাহাদি সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপারেই বৌদ্ধ লামাগণ লেপ্‌চাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে ইহাদিগের প্রাচীন বিশ্বাস এখনও দূরীভূত হয় নাই।

তিব্বতীয়গণের ন্যায় ইহারাও অঙ্গনে তীক্ষ্ণ ফলকাগ্র বিশিষ্ট সুদীর্ঘ বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে প্রার্থনা মন্ত্রাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দেয়।

ভূতপ্রেতের উপাসক "বিজুয়া" দিগকে ইহারাও লিম্বু-গণের ন্যায় বিশেষ ভীতির-চক্ষে দেখে।

জন্মান্তর সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশ্বাস তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। পূর্ব্বে নাকি "পেমেলস্থু" নামক ধর্ম্মমঠে— বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের সম্পত্তি রক্ষিত হইত, এবং লামাগণ কাহাকেও "পূর্ব্বজন্মে অমুক ছিল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে মঠে আনয়ন করিয়া তাহার স্বরূপত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। দ্রব্যগুলি সনাক্ত করিতে পারিলে সে সমুদায় সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইত।

সিকিম আক্রমণকালে ভোটকর্ত্তৃক এই ধর্ম্মমঠটি ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

শব সৎকার বিষয়েও লেপ্‌চাগণ তিব্বতীয়দিগের ন্যায় মৃতব্যক্তিদিগকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত গৃহ কোণে রক্ষিত

করিয়া লামার নির্দ্দেশানুসারে অগ্নিতে দাহ বা ভূমিতে প্রোথিত অথবা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। লেপচা-দিগের মধ্যে মৃতের আত্মীয়-কুটুম্বগণ নিজেরাই তাহার সংকারাদি করিয়া থাকে এবং "গৃধ্র ভোজন" প্রথা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

অশৌচ পালন বিষয়ে বিশেষ কোন রীতি নাই; "সোংলিয়ন" অর্থাৎ শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতের ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি নিকটাত্মীয়গণ বৈষয়িক কার্য্য হইতে বিরত থাকে মাত্র। "সোংলিয়নে"র দিন লামার নির্দ্দেশানুসারে ধার্য্য হইয়া থাকে; মৃত্যুর দিন হইতে তিন মাসের পরেও "সোংলিয়ন" নিষ্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

পর্ব্ব ও উৎসব ঃ—

বৎসরের মধ্যে বড় দিনই লেপ্‌চাদিগের প্রধান উৎসব। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া একের পর অন্যস্থানে মিলিত হইয়া লেপ্‌চা স্ত্রী-পুরুষ পান-ভোজন ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা বড়দিন উৎসব সম্পন্ন করে। পুরুষেরা তীরধনুর সাহায্যে কৃত্রিম যুদ্ধ ও মৃগ শিকার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে।

উৎসবস্থলে ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবার নিজ গৃহ হইতে আবশ্যকমত খাদ্যসামগ্রী ও মদ্য সঙ্গে লইয়া আসে; এবং ভোজনকালে সকলেই গৃহানীত সামগ্রী পৃথক বসিয়া ভোজন করে। পূর্ব্বকালে লেপ্‌চাদিগের মধ্যে

গোপনে বিষ দান প্রথার বহুল প্রচলন ছিল, এই নিমিত্তই বোধহয় এখনও উৎসবাদি ব্যাপারে আহার বিষয়ে এরূপ প্রথার প্রচলন রহিয়াছে।

"Besatea" বা ভইশাদ নামে পরিচিত জাতিবিশেষের বাৎসরিক উৎসবাদি সম্বন্ধে Periplus of the Earithean sea নামক পুস্তকে, লেপ্‌চাগণের বড়দিনোৎসবের অনুরূপ বর্ণনা—

"Every year on the borders of the land of This there comes together a tribe of men with small bodies and broad flat faces and by nature peaceable. They are called "Besatae" and are almost entirely uncivilized. They come with their wives and children carrying great packs and plaited baskets of what looks like green grape leaves. They meet in a place between their own country and the land of This. There they hold a feast for several days, spreading out the baskets under themselves as mats, and then return to their places in the interior." দেখিতে পাওয়া যায়।

Lassen, এই Besataeগণকে সিকিমবাসী "ভইশাদ-জাতি" "Wretchedly stupid" বলিয়া মনে করেন, এবং

Periplusএও দেখা যায় যে ("The location of their annual fair must have been near the modern Gangtok (27′-20′ N 88′ 38′ E) about which are chowla or Jelap Lapass beads to Chumbi on the Tibetan side of the frontier") ঐ জাতির বাৎসরিক উৎসব বর্ত্তমান সিকিমের রাজধানী "গ্যান্‌টকের" সন্নিকটবর্ত্তী কোনস্থলে সম্পন্ন হইত।

Ancient India (page 180) নামক পুস্তকের They are small men of stunted growth, with big heads of hair which is straight and not curling" বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, লেপ্‌চাগণকেই "Besatae" নামে উল্লিখিত করা হইয়াছে।

জলস্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া তন্মধ্যস্থ জলরাশি লতাপাতা সাহায্যে বিষাক্ত করিয়া মৎস্য শিকার লেপচা-দিগের একটী মহানন্দজনক ক্রীড়া।

ভোটজাতির বিবরণ

(ক) রীতিনীতি ও পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ঃ—

ভুটীয়াগণকে সাধারণত ঃ—(১)চীনভোটে বা তিব্বতীয় (২) সেরপা অর্থাৎ নেপাল ও তিব্বতের সীমান্তদেশবাসী (৩)ইয়োলমোওয়া বা নেপালী (৪)ডেজুংপা বা সিকিমী (৫)তামাঙ্গ প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। এতদ্‌ভিন্ন বিভিন্ন ব্যবসায় বা বৃত্তি অবলম্বন হেতু ভোট সমাজে "সিংছাপা" বা পশুবধকারী কসাই, ডুকপা বা দুগ্ধব্যবসায়ী, মাংগ্‌ণে বা ভিক্ষা ব্যবসায়ী প্রভৃতি আরও শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়।

বহুকালাবধি নেপাল প্রদেশে অবস্থানহেতু তামাঙ্গ ভুটীয়াগণের বেশভূষা, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে এমন কি মুখাবয়ব আকৃতিতেও নেপালী প্রভাব এত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় যে তাহাদিগকে সহজে ভুটীয়া বলিয়া চিনিতে পারা সুকঠিন।

ভোটরাজ্যের আদিম অধিবাসী "টেফু" গণের সহিত ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিব্বতীয় ঔপনিবেশিকগণের সংমিশ্রণ হেতু ভুটীয়া ও তিব্বতীয়গণের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ভুটীয়া স্ত্রী পুরুষের বেশভূষা তিব্বতীয়গণের অনুরূপ, এবং ধনাঢ্য ও উচ্চবংশ সম্ভূতা ভোটরমণীগণ তিব্বতীয় মহিলার ন্যায় কেশ প্রসাধন ও শিরোভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন।

* সাধারণতঃ, ভোটরমণীগণ কর্ণে "একো" নামক স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে স্বর্ণবলয়, গলদেশে "চ্চুবু" নামক প্রবালহার ও "বকু" নামক লম্বা ঢিলা হস্তবিহীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন, এবং উৎসবাদি সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে অথবা কোথাও গমনাগমন কালে প্রায় সকল স্ত্রীলোককেই "পাংদে" নামক স্থূল বস্ত্রখণ্ড নাভি নিম্ন হইতে বকুর উপরিভাগে পরিধান করিতে দেখা যায়,—বোধ হয় বিশিষ্ট সমাজের ইহাই রীতি।

পবিত্রতার চিহ্ন বলিয়া অনেক রমণী হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়া থাকেন।

স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও পোষাকে পকেট নাই, কিন্তু ইহারা এমন কৌশলের সহিত "বকু" পরিধান করে যে প্রয়োজন হইলে তন্মধ্যে টাকা পয়সা, পান সিগারেট প্রভৃতি নাতিভার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়।

* হীনাবস্থাপন্ন দরিদ্রা রমণীগণ অবশ্য মূল্যবান্ স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতে পারে না।

দুগ্ধব্যবসায়ী "ভুক্‌পাভুটে"

শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

পৃষ্ঠা—৭১

ভুটীয়াগণ অতিমাত্র বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও দুঃসাহসী এবং কোন কারণে বৃথা অপমানিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তৎপ্রতিশোধ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় না। ইহারা একদিকে যেমন সরল ও অতিথি পরায়ণ, অপরদিকে আবার তেমনি সহজে উত্তেজনাশীল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ।

শারীরিক সামর্থ্যে ও সাহসিকতায় ভোটরমণীগণ পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে এবং দৈবক্রমে কখনও আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে াশ্চাদপদ হয় না। দীর্ঘপথ ভ্রমণ কালে ভোটরমণীগণও অশ্বারোহণে গমন করিয়া থাকে। গৃহকর্ম্ম নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও ইহারা গৃহপালিত মেষরোম হইতে চরকা সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট কম্বল ও নানাবর্ণে রঞ্জিত মূল্যবান্ কার্পেটাদি বয়ন করিয়া থাকে। অপরাপর পার্ব্বত্য জাতির ন্যায়, ভুটীয়াগণ চা ও জারমদ্য প্রচুর পরিমাণে পান করে এবং গৃহে কোন অতিথি সমাগত হইলে তদ্বারা তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকে।

(১) ইহারা সচরাচর প্রাতঃ ৮ আট নয়টার সময় মাংস রুটি, মাখন, চা, অন্ন প্রভৃতি যোগে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া, অপরাহ্ণ ও রাত্রিকালে সহজ পাচ্য লঘু আহার গ্রহণ করে।

---

(১) আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে যাহার যেরূপ আহার জুটে ইহাই বুঝিতে হইবে। উপরে খাদ্যদ্রব্যগুলি উল্লেখ করা হইল মাত্র।

ভূটিয়াগণ কখনও স্বহস্তে পশুবধ করিয়া মাংসভোজন করে না ; কিন্তু অপর কর্ত্তৃক নিহত পশুর মাংস গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরূপ বিধি নিষেধ দেখা যায় না। ভোটদেশে, সংবৎসর মধ্যে তিনমাস কাল মাত্র রাজ নিয়মে পশু হত্যার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎকাল ব্যতিরেকে পশুবধ করিলে অপরাধীকে নরহত্যার তূল্য অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হয়।

এতদ্দেশে, ভুটীয়াগণ (২)সাধারণতঃ সকল প্রকার মাংসভোজন করিলেও, দেশে কেহই মেষ ব্যতীত অপর কোন পশুর মাংস গ্রহণ করে না।

"অহিংসা পরমধর্ম্ম" বৌদ্ধগণের মূলমন্ত্র হইলেও লামাগণের মাংস ভোজনে নিষেধ নাই, কেবলমাত্র কঠোর ব্রতাবলম্বী "ইউগি" বা "গেলং"গণকে মাংস ও জারমদ্য গ্রহণে বিরত দেখা যায়। ভোটগণ মৃগয়াবিমুখ, ইহাদিগের বিশ্বাস যে বন্দুকের দ্বারা পশু হত্যা করিলে দেবতা বিরূপ হন্ এবং দেশে অজস্র বারিবর্ষণ ঘটে। ভোটসমাজে পুত্র-কন্যা উভয়কেই সমভাবে শিক্ষিত করিবার বিধান আছে, এবং ধনাঢ্য পরিবারে বাল্যকাল হইতেই বালিকাগণকে গৃহশিল্প ও সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। ভোটকুমারীগণের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতচারিণী হইয়া সন্ন্যাসিনী-

(২) অনেকে বলেন যে প্রবাসী ভুটীয়াগণও গোমাংস ভক্ষণ করে না।

গণের নিমিত্ত নির্ম্মিত সঙ্ঘমঠে ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন যাপন করেন শুনিতে পাওয়া যায়।

দেশের রীতি অনুসারে পরিবারের একটী পুত্রকে ধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষালাভের নিমিত্ত সঙ্ঘমঠে প্রেরণ করিবার নিয়ম আছে। লামাব্রতে দীক্ষিত বালককে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া সুদীর্ঘ অষ্টাবিংশ বৎসর সঙ্ঘমঠে ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মশাস্ত্রা-লোচনায় অতিবাহিত করিতে হয়। নিয়মিতকাল মধ্যে কোন কারণে গৃহে গমন আবশ্যক হইলে মঠাধ্যক্ষ প্রধান লামার অনুমতিক্রমে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সংসারাশ্রমে প্রত্যাগত হওয়া যায়, কিন্তু মঠ হইতে দূরে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারীর চরিত্রভ্রংশ ঘটিয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে তাঁহাকে আর পুনঃ মঠে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

(খ) **বিবাহ-প্রথা**

কুমারীকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে ভোট-বালিকার বিবাহ হয় না। সাধারণতঃ বিবাহকামী বর কন্যার বাটীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পাত্রী প্রার্থনা করে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আসক্ত যুবক-যুবতীর গোপনে গৃহত্যাগ দ্বারা কৌশলে অভিভাবকগণের সম্মতি গ্রহণ প্রথাও প্রচলিত আছে।

গ্রাম হইতে কোন যুবক-যুবতী হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইলে গ্রামের প্রধানগণ পঞ্চায়েৎ বৈঠকে একত্রিত হইয়া তাহা-দিগের পলায়নের কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক, যুবতী যুবকের

সহিত স্বেচ্ছায় গমন করিয়াছে এবং তদনিচ্ছাক্রমে বলপূর্ব্বক অপহৃতা হয় নাই এরূপ অবগত হইলে উভয়ের উদ্বাহকার্য্যে সম্মতি প্রদান করেন। সকল ক্ষেত্রেই কন্যাপক্ষ, বরপক্ষের নিকট হইতে পাত্রীমূল্য স্বরূপ কিঞ্চিৎ পণ বা "ছাংসা" প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপন স্থিরীকৃত হইলে "ন্যেন" অর্থাৎ পাকা চুক্তি উপলক্ষে কন্যার গৃহে বিশেষ সমারোহের সহিত দেবার্চ্চনা ও আত্মীয়-কুটুম্ব ভোজনাদির আয়োজন হইয়া থাকে। লামাকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিনে, শ্বেত পরিচ্ছদে সজ্জিত বর আত্মীয়-কুটুম্বসহ, অশ্বারোহণে * আগমন করিয়া বিবাহ বাটীতে প্রবেশ লাভ নিমিত্ত রুদ্ধ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া গীত গাহিতে থাকেন। গীত সমাপ্ত হইলে দ্বার-রক্ষকগণ দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক বরকে মাত্র প্রবেশ করিতে দিয়া ভিতর হইতে পুনঃ দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দেয় এবং বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান প্রবেশকামী বরযাত্রীদিগকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করিতে না দিয়া বিশেষ কৌতুক অনুভব করে।

উভয়পক্ষের আর্থিক সঙ্গত্যনুসারে বিবাহোপলক্ষে বিশেষ ধূমধাম ও সমারোহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিবাহদিনে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী কতিপয় লামা একত্রিত হইয়া

---

* অশ্বারোহী ধনাঢ্য বরের উভয়পার্শ্বে বিচিত্র বেশে সজ্জিত নর্ত্তকগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করে।

"দেবার্চ্চনারত লামাগণ"

শ্রীযুক্ত সুবোধকান্ত মজুমদার (ফটোগ্রাফার, দার্জ্জিলিং) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃষ্ঠা—৭৮
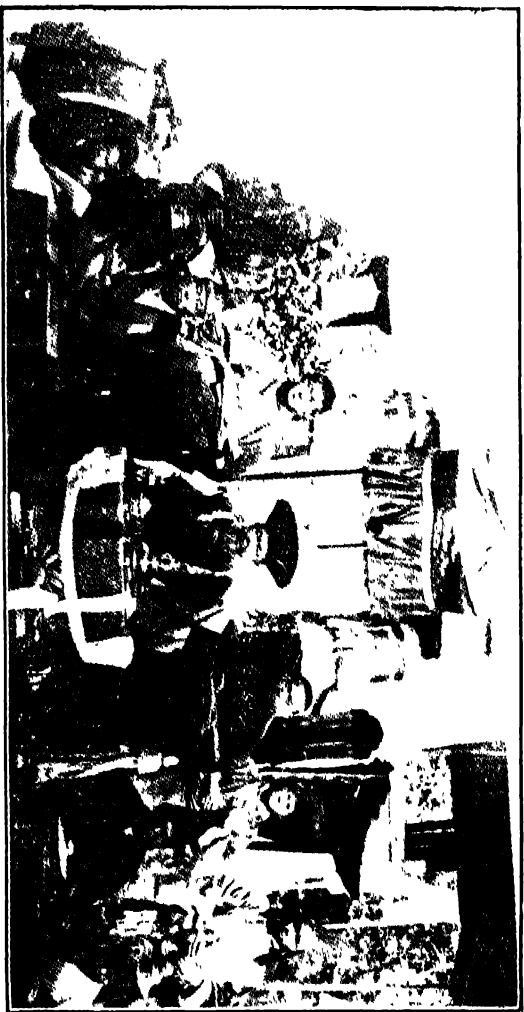
ঢাক, শিঙ্গা, কাঁশর ও ঘণ্টা বাজাইয়া মহা আড়ম্বরের সহিত মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন, এবং ব্যবসাদারী নর্ত্তকগণ নৃত্য কৌতুক প্রদর্শন দ্বারা পানরত নিমন্ত্রিতগণের চিত্ত বিনোদনে ব্যাপৃত হয়। (দেবার্চ্চনারত লামাগণ চিত্র দ্রষ্টব্য) উভয় পক্ষীয় আত্মীয় কুটুম্বগণ, মদ্য,মাংস ও পিষ্টকাদি সংযোগে আহার সমাধা করিয়া বিবাহ স্থলে প্রত্যাগমন করিলে বর কন্যা তথায় আনীত হন্ এবং শির নত করিয়া দেবতা ও পূজনীয়গণের উদ্দেশে প্রণাম জ্ঞাপন করেন।

ভোটসমাজে সিঁন্দুর দানের প্রথা চলিত না থাকিলেও বর অঙ্গুলিতে নবনী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নবপরিণীতা পত্নীর ললাটে "টীকা" পরাইয়া দেন এবং "টীকার" সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। প্রাচীনরোমের donatio propter nuptias প্রথার ন্যায় ভোটগণের মধ্যেও বিবাহ রাত্রে নবপরিণীতাকে বর কর্ত্তৃক বস্ত্রালঙ্কার প্রদান-প্রথা প্রচলিত আছে এবং সমাগত বন্ধু বান্ধবগণও নব-দম্পতিকে ঐ রাত্রে যথাসাধ্য প্রীতি উপহার প্রদান করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

দেশের রীতি অনুসারে বরযাত্রিগণ প্রত্যেকে বর ও কন্যা উভয় পক্ষ হইতেই উপহার স্বরূপ এক এক খণ্ড ক্ষুদ্র শাল বা রুমাল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিধবা বিবাহ ও একাধিক পত্নী-গ্রহণ ভোট সমাজে প্রচলিত আছে। স্বামী যথেচ্ছ দার পরিগ্রহ করিলেও

প্রথমা পত্নীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে বিরাজ করেন, এবং অন্য পত্নীগণকে সর্ব্বদাই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়।

তিব্বতীয় সমাজের অনুরূপ এ মঙ্গলকর বিধানের অস্তিত্ব হেতু বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও সপত্নী বিদ্বেষ অন্যান্য দেশের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিয়া ভোট পরিবারে অশান্তি ও অনর্থের সৃজন করেনা।

(গ) ব্যভিচার অপরাধের দণ্ড

ভোট দেশে ব্যভিচার অতি ঘৃণিত অপরাধ বলিয়া পরিগণিত এবং ব্যভিচারীর প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের বিধান হইয়া থাকে।

ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত নরনারী "পঞ্চায়েত" কর্ত্তৃক উন্মুক্ত প্রান্তর মধ্যে আনীত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে অতি নির্দ্দয় ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হয়, এবং অপরাধী পুরুষ রমণীর স্বামীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

পতিহীনা নারী দোহদ-সম্ভবিতা হইলে প্রধানগণ তাহাকে উপপতির নাম প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, এবং নাম অবগত হইলে তদ্ব্যক্তিকে আনয়ন পূর্ব্বক রমণীকে তদহস্তে অর্পণ করেন, কিন্তু রমণী নাম প্রকাশে অসম্মতা হইলে তাহার প্রতি কঠোর কায়িক শাস্তি বিধান করিয়া তাহাকেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকেন।

"স্বস্ত্যয়নরত লামা ও ভোট পরিবার

(শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পৃষ্ঠা—৭২

ভুটানে, সামাজিক আইন লঙ্ঘন সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারগুলি গ্রামের প্রধানগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ ভাবে মীমাংসিত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ রাজাধিকৃত দেশে অপরাধীর কায়িক দণ্ড বিধান আইনসম্মত নহে বলিয়া সামাজিক বিচারে তাহার গুরু অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইতে দেখা যায়। জারজগণ সমাজ পরিত্যক্ত ক্রীতদাসরূপে পরিগণিত হয়, এবং তাহাদিগের বিবাহাদিও ঐ শ্রেণীর যুবক যুবতীগণের সহিত সংঘটিত হইয়া থাকে।

(ঘ) **ধর্ম্মানুষ্ঠান** ঃ—

ভুটীয়াগণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে অনেকে কার্য্যতঃ প্রেতোপাসক এবং দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেবীরও ভজনা করিয়া থাকে।

ভোটগণ কর্ত্তৃক হিন্দুদেবদেবীর উপাসনা দেখিয়া অনুমান হয় যে এককালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তারের পূর্ব্বে ভুটানে হিন্দু প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তৃত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে তিব্বতীয়গণের ন্যায় গৃহে বুদ্ধ মূর্ত্তি সংরক্ষণের প্রথা আছে, এবং অশুভ নিবৃত্তি বা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদির আবশ্যক হইলে লামার দ্বারা, ধূপদীপ, রক্তচন্দন, চাউল প্রভৃতি উপকরণ যোগে দেবার্চ্চনার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

রোগব্যাধি প্রভৃতি বিপৎপাত ঘটিলে তাহা দুষ্টযোনির কোপসম্ভূত মনে করিয়া প্রেতোপাসক লামা বা ঝাকরির দ্বারা অপদেবতার ক্রোধোপশমন জন্য প্রেতপূজানুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়।

কোন গৃহে এরূপ দেবার্চ্চনা বা দুষ্ট গ্রহ শান্তি আরম্ভ হইলে ক্রমাগত দু'তিন অহোরাত্র প্রতিবেশীদিগকে ঢাক, শিঙ্গ, কাঁশর কর্ত্তাল প্রভৃতির বাজনায় ও মুহুর্মুহুঃ দ্রুত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে বিশেষ বিব্রত থাকিতে হয়!

তিব্বতীয়গণের ন্যায় গৃহাঙ্গনে বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া প্রার্থনা মন্ত্রলিখিত বস্ত্র খণ্ড উড্ডীন করিয়া দেওয়া, "ওঁ মণি পদ্মে ওঁ" মন্ত্রোচ্চারণ, হস্তদ্বারা "মানে" সঞ্চালন, ও মালা-জপ দ্বারা পুণ্যার্জ্জনের প্রথা ভুটীয়াদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

"কাঞ্জুর ও তেঞ্জুর নামক তিব্বতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ ভুটীয়াগণের ধর্ম্ম গ্রন্থ" রূপে পরিগণিত হয় এবং 'চোআতিসা" নাগার্জ্জুনকে ইহারা মহাপুরুষ বলিয়া মান্য করে।

"থনমি ছাম্ ভোটা" নামক এক মহাপুরুষ ভোটদেশে লিখন পদ্ধতি ও সাহিত্য সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক ভারত হইতে নীত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্ম পুস্তক গুলির তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ (১)বর্ত্ত-মান সময়ে সঙ্ঘমঠসমূহে লামাগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে।

জনসাধারণের উপর, তিব্বতীয় লামাগণের ন্যায়,ভুটীয়া লামাগণের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়, এবং তাহারাও লামার আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্যে ব্রতী হয় না।

---

(১) কেহ কেহ বলেন তিব্বতীয় অক্ষরে মাত্র লিখিত।
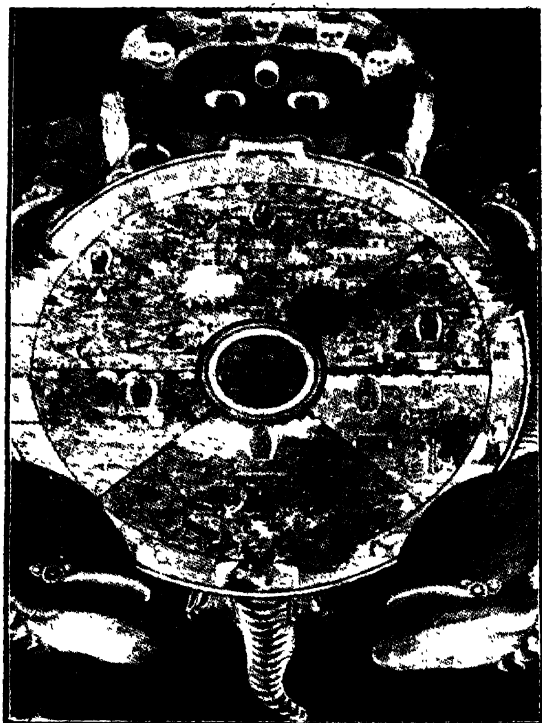
সংসারচক্র বা "জম্বুলি"

(Wheel of Existence)

(শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

পৃষ্ঠা—৮১

(৬) উৎসব ও পর্ব্বোদ্‌যাপন ঃ—

বৎসরের মধ্যে "লোছার" ভুটীয়াদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্ব-দিন। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে বা মার্চ্চের প্রথমভাগে এই "বড়দিন" উৎসবের দিন ধার্য্য হইয়া থাকে। লোছারএর পঞ্চম দিনে গ্রামোপকণ্ঠস্থিত দেবপীঠ স্থানে সমবেত হইয়া ভুটীয়া স্ত্রী পুরুষ সমস্ত দিবস নৃত্য, গীত, তীর ধনু ("দা ও সু") চালনা, পানভোজন প্রভৃতিতে অতিবাহিত করিয়া মহোল্লাসে "ছেপাঙ্গা" নামক পর্ব্বোদ্‌যাপন করে।

এই উপলক্ষে গ্রামের প্রধান ও ধনিব্যক্তিগণ, প্রান্তর মধ্যে বিস্তৃত কার্পেট আসনে উপবিষ্ট হইয়া "চোঙ্‌" মদ্য পান করিতে থাকেন এবং গ্রাম্য বালক ও যুবকগণ নানারূপ কৌতুক প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনে ব্যপৃত হয়।

"ছেপাচাঙ্গা" অর্থাৎ প্রতিমাসের পূর্ণমাসী উপলক্ষে দেব-পীঠে গমনপূর্ব্বক পূজার্চ্চনা ও নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানের প্রথা আছে, কিন্তু এই সকল মাসিক পর্ব্বোপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে তাদৃশ উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা যায় না।

বুদ্ধদেবের কুসুমকোরক হইতে জন্মগ্রহণ উপলক্ষে বৎস-রের ষষ্ঠমাসের চতুর্থ দিনে "ঠুগ্‌পাছেসী" ও জ্যৈষ্ঠমাসে চন্দ্রের পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিতি উপলক্ষে "ছাখাদেওয়া" নামক পর্ব্বদিনে ভুটীয়া স্ত্রী পুরুষগণ ধর্ম্মমন্দিরে গমন পূর্ব্বক নৃত্য গীতাদিতে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তৃতীয়দিবসে "পাঙ্গছে" বা

"চেতেন" অর্থাৎ লামাকর্ত্তৃক শিশুর নাম করণ উপলক্ষে মহাসমারোহের সহিত গৃহে দেবার্চ্চনা ও বন্ধুবান্ধবাদি ভোজন করান হইয়া থাকে।

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে ভুটীয়াদিগের বিশ্বাস, তিব্বতীয় ও লেপ্চাগণের অনুরূপ।

ভুটীয়াগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে যে পূর্ব্বতন প্রাচীন বিশ্বাস এখনও অপনীত হয় নাই তাহা "সংসার চক্র" বা "জম্বুলিং" নামক ছবি খানি হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয়।

পরম কারুণিক সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বপতির স্নিগ্ধজ্যোতিঃপূর্ণ অপরূপ রূপের পরিবর্ত্তে নখদংষ্ট্রাবিশিষ্ট নরাকৃতি জানোয়ারের বিকট মূর্ত্তি কল্পনাই ভূতপ্রেত প্রভৃতি দুষ্ট যোনির প্রতি আস্থা ও কুসংস্কারপূর্ণ অদ্ভূত ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচায়ক।

লামাগণ পূজার্চ্চনাদি উপলক্ষে গৃহে সমাগত হইয়া যজমান-গণকে এই জম্বুলিং প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে।

(চ) **মৃতসংস্কার** ঃ—

ভুটীয়াদিগের শবসংকার প্রথা তিব্বতীয়দিগের অনুরূপ হইলেও ইহার বিশেষত্ব এই যে মৃতের আত্মীয় কুটম্বগণ শ্মশানে শব বহন করিয়া আনিয়া উহা চিতার উপরে আসীন অবস্থায় স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিতে দাহ করিয়া থাকে। অগ্নি সংকার ব্যতীত নাকি অপর কোন প্রথা ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

জীবিতগণের অশুভ নিবৃত্তি কামনায় মৃত্যুর তৃতীয়

দিবসে বাটীতে "ছানডে" নামক অপদেবতার পূজা করিয়া শবানুগমনকারী ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটম্বগণকে জারমদ্য, মাংস ও পিষ্টকাদি সংযোগে ভোজন করান হইয়া থাকে।

মৃত্যু সংঘটনের ৪৯ দিন মধ্যে মৃতের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রথা আছে এবং শ্রাদ্ধদিনেও দেবার্চ্চনা, মন্ত্রপাঠ ও বন্ধুবান্ধব ভোজনাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

তামাঙ্গগণ ব্যতীত, অশৌচ পালনার্থে কেহই কেশ শ্মশ্রু আদি মুণ্ডন করে না।

তিব্বতীয়গণের ন্যায় মৃত ব্যক্তির চিতার উপর "মানে-গুম্পা" বা মঠ নির্ম্মাণ প্রথা ইহাদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

(ক) তামাঙ্গগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন গল্প ঃ—

তামাঙ্গগণ সাধারণতঃ মুর্ম্মী, লামা, সায়াঙ্গ, ঈশাঙ্গ, প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তামাঙ্গগণের মধ্যে মৃত গো মাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া গুর্খালিগণ ইহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক "সায়েনা ভুটীয়া" আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

মুর্ম্মীগণের গো মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বেশ একটী প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে।

কথিত হয় যে একদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন ভ্রাতা একত্রে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং সমস্ত দিবসের নিষ্ফল প্রয়াসের পর একটী "গৌরীগাই মাত্র প্রাপ্ত হইয়া

ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ জন্য তন্মাংস ভোজন মনস্থ করিয়া কনিষ্ঠ মহেশ্বরকে নিহত গাভীর অন্ত্রগুলি ধৌত করিতে ঝরণায় প্রেরণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম মাংস রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রন্ধন সমাধা হইলে তাঁহারা দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া পক্কমাংসের আপনাপন অংশ অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়া, কনিষ্ঠ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদিগের ভোজন সমাধা হইয়াছে এরূপ কহিয়া তাঁহাকে মাংস ভোজন করিতে দিলেন, এবং তিনিও সমস্ত দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া এক নিমেষে তাহা উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন।

ইত্যবসরে অগ্রজগণ অন্তরাল হইতে আপনাপন অংশ বহির্গত করিয়া গো মাংস ভক্ষণ জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। নিরপরাধ কনিষ্ঠ, অগ্রজগণের এরূপ নীচ বিশ্বাসঘাতকতায় অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বংশধরগণের প্রতি আদেশ করিলেন যে তাহারা গো-হত্যায় বিরত থাকিবে। এ নিমিত্ত মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন মুর্ম্মী, তামাঙ্গ প্রভৃতি জাতির গো-হত্যা নিষেধ। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা কখন কখন গোপনে মৃত গোর *মাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু তামাঙ্গ-গণ ইহা আদৌ স্বীকার করে না।

---

* Notes on Nepal.

(খ) রীতিনীতি ও ধর্ম্মাচরণ –

তামাঙ্গগণ নারায়ন, সংসারী, ভীমসেন প্রভৃতির উপাসনা করে এবং ইহাদিগের মধ্যে নানারূপ মূর্ত্তিপূজারও প্রচলন দেখা যায়।

বিবাহাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণই নাকি ইহাদিগের পৌরহিত্য করেন, এবং গুর্খালিগণের ন্যায় বিবাহও "মাংগ্নি" ও "ফুসলান" (অর্থাৎ যুবতীকে কোনও প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া বিবাহার্থ আনয়ন) প্রথাদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বামী পরিত্যক্তা অথবা বিধবা রমণীর সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করা বিশেষ দোষাবহ নহে। গৃহে ব্যাধি-পীড়া প্রভৃতি বিপৎপাত ঘটিলে ইহারা "ধামী" নামক প্রেতোপাসক লামাগণের দ্বারা "চিন্তা" অর্থাৎ গ্রহ শান্তির ব্যবস্থা করে, এবং কাহারও মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ বা ভূমিতে প্রোথিত করিয়া থাকে।

মৃত্যুর একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবসে "শ্রাদ্ধ" অনুষ্ঠিত হয় এবং নিমন্ত্রিতগণ, জারমদ্য ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ লৌকিকতা স্বরূপ সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আগমন করে। নেপালীগণের সহিত বহুকালাবধি একত্রাবস্থান হেতু ইহারা বিজয়া দশমী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং তিব্বতীয়, ভুটীয়া ও লেপ্চাগণের সহিত দূর সম্পর্ক হেতু তাহাদিগের পর্ব্বদিন "বড়দিনকে" পর্ব্বদিন বলিয়া মানিয়া চলে।

সমাপ্ত